EDITION 10 • JANUARY 2022
NETAJI 125 EDITION

FORWARD

REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY

REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY

Cover Photo:
Prasar Bharti @prasarbharati

Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose, taken at Mumbai in 1938.
Congress President, Subhas Chandra Bose, receiving floral tribute on his arrival to Mumbai in 1938. In Congress Election Bose stood for unqualified Swaraj, i.e. self-governance, including the use of force against the British.

আমাদের কথা

মেয্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি মেয্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ।।

আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই একটা কথা মাথায় রেখে এগিয়ে চলেছি আমরা। আশা করি সবাই সুস্থ পরিস্থিতিতে এই ম্যাগাজিনটি পড়ছেন। আজ, নেতাজীর আশীর্বাদে, আমরা ফরওয়ার্ড ওয়েবজিনের ১০ম সংস্করণ নিয়ে এসেছি।

প্রথম দিন থেকে আমরা প্রচুর ভালোবাসা এবং সমর্থন পেয়েছি। আমরা প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাদের সাহায্য করেছেন। আপনারাই আমাদের শক্তি। আপনাদের ছাড়া আমরা কিছুই না।

ফরওয়ার্ড মিডিয়া গ্রুপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সন্তান, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানায়। আমরা আশা করি আমাদের পরিশ্রম তাঁর অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পুরণ করতে সাহায্য করবে।

সর্বশেষে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা তাঁদের ব্যস্ত কর্মসূচী সত্ত্বেও এই ওয়েবজিনে তাঁদের জ্বলন্ত লেখা ও মন মাতানো চিত্রাবলী প্রদর্শন করেছেন। আমরা আশা করি পাঠকদের কাছ থেকে আমরা ভালো সাড়া পাব। আসুন, আমরা সবাই নেতাজীর পথে ভারতবর্ষ পুনর্গঠনের শুভ সংকল্প নিই।

জয় হিন্দ!
ফরওয়ার্ড এডিটোরিয়াল টিম,
ফরওয়ার্ড ওয়েবজিন
২৩শে জানুয়ারী ২০২২

EDITORIAL NOTE

mayyēva mana ādhatsva mayi buddhiṃ nivēśaya
nivasiṣyasi mayyēva ata ūrdhvaṃ na saṃśayaḥ

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and surrender all your intellect to Me. There upon, you will always live in Me.

Keeping this one thing in mind, we are moving forward. Hope everyone is reading this magazine in a good state. Today, with the blessings of Netaji, we bring to you the 10th Edition of Forward Webzine. We have received immense love and support since our initial days. We thank each and every one who stood beside us and let us be what we are today. You are our strength. We are nothing without you.

Forward Media Group pays heartiest tribute to the greatest son of India, on his 125th Birth Anniversary. We hope that our hard work will help us in fulfilling the Liberator's unfulfilled dream.

Last but not the least, we also thank our contributors who, in spite of their busy schedule, have beautifully presented their flaring write-ups and pictorials in this webzine. We hope to receive huge response from our readers. Let's pledge to *Rebuild India in Netaji's Way.*

Jai Hind!
Forward Editorial Team,
Forward Webzine
23rd January 2022

Paying Homage to the Liberator Of India,

Netaji Subhas Chandra Bose

on his 125th Birth Anniversary

FORWARD

C O N T E N T S

THE LEGEND

THE TALE OF BLOOD

C O N T E N T S

চিত্রকলা

কলাক্ষেত্র

ESSAY COMPETITION

THE LEGEND

আজাদ হিন্দ ফৌজ – এর ৭৫ বছর

Dr. Madhusudan Pal

Netaji Researcher, Deponent of Justice Mukherjee Commission, Former HOD of Cardio-Thoracic & Vascular Surgery Department, Calcutta Medical College.

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৩ এর ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুর মিউনিসিপাল অফিসের সামনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ – এর সভাপতি রূপে জাতীয় সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন। ২১শে অক্টোবর ১৯৪৩, প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। আজাদ হিন্দ সরকার ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি শপথ গ্রহণ করলেন এদিন। ২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৩ – এ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করে পোর্ট ব্লেয়ার – এ জাপানীদের কাছ থেকে আন্দামন নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করলেন। আন্দামন নিকোবার দ্বীপপুঞ্জই হল ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত ভারতের স্বাধীন একটি অঞ্চল। ১৯৪৪- এর এপ্রিলে মণিপুরের একটা বড় অংশ এলো আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে। এবং ভারতবর্ষের মূল খণ্ডের এই অঞ্চল হল, আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বারা ব্রিটিশের হাত থেকে প্রথম মুক্ত অঞ্চল।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে আজাদ হিন্দ ফৌজই ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তি বাহিনী নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগানিস্থানে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (প্রেসিডেন্ট) এবং বরকতুল্লা (প্রধানমন্ত্রী)-র নেতৃত্বে আফগানিস্তানে একটি সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। গঠন করা হয়েছিল একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। কিন্তু সেই সরকার পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি এবং আফগান সরকারের সক্রিয় সাহায্য না পাওয়ায় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই রাসবিহারী এবং তাঁর অনুগামীদের বিপুল প্রচেষ্টা ছিল সিঙ্গাপুর থেকে সুয়েজখাল পর্যন্ত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আছে তার ভারত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তাদের সেই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। রাসবিহারী অব্ধি গোপনে ভারত ত্যাগ করে আশ্রয় নেন, জাপানে। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ তৈরি করেন। তাঁর বিভিন্ন অনুগামীদের দ্বারা এই শাসনগুলি সক্রিয় ছিল, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯৪২ – এ সিঙ্গাপুরে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিশ বাহিনী। ব্রিটিশ বাহিনীর প্রায় ৫০ হাজার সৈনিক বন্দী হয় জাপানীদের হাতে। এদের মধ্যে যারা ইচ্ছুক, তাদের নিয়ে রাসবিহারী বসু এবং তার অনুগামীরা ভারতবর্ষের মুক্তিবাহিনী (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, আই. এন. এ) গঠন করেন। কিছুদিন পড়ে কিছু উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারের সঙ্গে রাসবিহারী এবং জাপান সরকারের মতান্তর ঘটলে এই বাহিনী কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়, কিছুটা ভাঙ্গনও দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ থেকে এশিয়ার মাটিতে ফিরে আসার এই ছিল একটা বড় কারণ।

তখন ইউরোপে জার্মানির যুদ্ধের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, ইউরোপ থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতে আসা তখন আর সম্ভব ছিল না। দক্ষিন – পূর্ব এশিয়ায় যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাকে পুনর্গঠনের জন্য সুভাষচন্দ্রের দক্ষিন – পূর্ব এশিয়ায় আশা খুব প্রয়োজন ছিল। এছাড়া আরও একটি কারণ হল, সুভাষচন্দ্র কে সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল রাসবিহারী বসু ও

জাপান সরকারের। ইউরোপের তুলনায় বার্মা থেকে ভারত অভিযান তুলনামূলকভাবে সহজ। সেই অর্থে সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের হল পুনর্গঠন।

ইতিহাসের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি স্বাধীন দেশেদের স্বীকৃতি দান। ১৯৪৫- এর এপ্রিলে জার্মানি – ইতালির পরাজয় ঘটে গেছে। অন্যদিকে জাপান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্ব এশিয়াতে। ৬ ও ৮ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকা পারমাণবিক বোমা ফেলে। ১৪ই অগাস্ট জাপান সরকার আত্মসমর্পণ করেছিল।

এখন প্রশ্ন দুটিঃ

এক - আজাদ হিন্দ বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল এবং কবে করেছিল?

দুই - আজাদ হিন্দ সরকার কি আত্মসমর্পণ করেছিল?

এক. আজাদ হিন্দ বাহিনীর কিছু কিছু অংশ আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাক্তি অস্ত্রসস্ত্র ও অর্থ নিয়ে আত্মগোপন করে ভবিষ্যতে সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পুরো বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল- এটা ঐতিহাসিক ভাবে ভুল তথ্য।

দুই . আজাদ হিন্দ সরকার আত্মসমর্পণ করেনি। তারা শুধুমাত্র অস্ত্রসংবরন করেছিল। 'PGI' (প্রভিসনাল গভঃ অফ ইন্ডিয়া) declared cease fire. অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকার শেষ হয়ে গেছে এটা ঐতিহাসিকদের ভুল তথ্যের উদাহরণ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারনা ভুল। তাহলে কেউ কেউ দাবী করেন, সুভাষচন্দ্র , আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সরকারের কার্যকলাপের চাপেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়? বলা যায়, ব্রিটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের বহু কারণ বর্তমান। সবথেকে বড় কারণ সুভাষচন্দ্র; আজাদ হিন্দ ও সরকারের কার্যকলাপ।

অনেকের ধারনা মোঘলরা ভারত বিজয় করেছিল। উজবেকিস্তান থেকে কখন মোঘল ভারতে এসেছিল? উত্তর ও পূর্ব ভারত বিজয় রাজপুতরা করে দিয়েছিল মোঘলদের জন্য। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই ইতিহাসের দুর্ভাগ্য। ব্রিটিশদের ভারত বিজয়ও তাই। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ জয় করেছে তার শৌযবীর্য, ক্ষমতায় নয়- এর পিছনে ছিল তাদের শঠতা, পূর্ব – কৌশল আর দেশীয় মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর ৮০% ছিল এদেশীয় আর সাহেব ছিল ২০%। যুদ্ধের মাঝামাঝি দেশী ও বিদেশী সৈনিকের অনুপাত হয়ে যায় যথাক্রমে ৯৪ ও ০৬%। অর্থাৎ ইউরোপের যুদ্ধ সামলানোর জন্য সাহেব সৈন্য তারা এদেশের যুদ্ধ সামলানোর ক্ষেত্রে এলো না- এশিয়ায় সামলানোর দায়িত্ব পড়ল এদিশীয় সেনা বাহিনীর উপর।

বিশ্বযুদ্ধের শেষে নভেম্বর ১৯৪৫-এ দিল্লির লালকেল্লায় বন্দী আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার শুরু হল। তারই পরিনামে ভারতের মধ্যে যে আলোড়ন ও আন্দোলন শ্রুর হয়েছিল- সেরকম আন্দোলন ব্রিটিশ-ভারতে ১৭০ বছরে দেখা যায়নি। তার প্রভাবে মতবিরোধের উচ্ছ্বাস, বাহিনীর প্রতিটি স্তরে কি মূল সেনাবাহিনী, কি নৌবাহিনীর, কি বিমান বাহিনীতে দেখা দেয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

ব্রিটিশ শাসনের সবথেকে উপযোগী- অস্ত্র ছিল- ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী, এই ব্রিটিশকে এই ভারতীয় উপনিবেশ উপহার দিয়েছিল। আর দিয়েছিল- আফ্রিকা ও দক্ষিনপূর্ব এশিয়া। ঠিক যেমন, মোঘলদের জন্য রাজপুতরা করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তো এই-ই। অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ ব্রিটিশ শক্তি বুঝতে পারে। তার সবথেকে বড় ভরসাস্থল যে ভারতীয় বাহিনী- তা আর তাদের অনুগত নয়।

ব্রিটিশ তাদের গোয়েন্দাসুত্রে বুঝতে পারে, রাশিয়ার মধ্যে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর আনুরুপ আর একটি বাহিনী গঠন করছে। উত্তর থেকে ভারত অভিযানের সঙ্কল্প নিয়েছে এই বাহিনী। এই থেকেই বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ তাড়াতাড়ি ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এতে ব্রিটিশ স্বার্থের সাথে গান্ধী, নেহেরু ও জিন্নার স্বার্থ রক্ষিত হল। সুভাষ বসু ভারতে ফিরে এলে এদের ব্যক্তি স্বার্থ বা গোষ্ঠস্বার্থ চরিতার্থ হত না।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম ভাগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের বিপ্লবীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে তা, ১৯৪৭ – এ দেশভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা ছুরি আহত হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে শহীদ ভারতীয়দের শরীর ভারতবর্ষের যে উন্নতির সম্ভবনা তা দুর্বল হয়েছে। একমাত্র লাভ হয়েছে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর। জাতীয়তাবাদীদের স্বপ্ন, আদর্শ এবং অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন পূরণ আজাদ হিন্দ বাহিনীর ও সরকারকে স্মরণ করা প্রয়োজন।

ARDOUR OF HIS EXISTENCE

Koyena Chatterjee

Striving for freedom
He rises from the ashes
Of hope,
With renewed ray of inspiration
Of determination of struggle.

He has never learnt to bow down
He always holds his head high
Rises like a Phoenix from his ashes.
He claws his adversities to survive
He can walk through extreme hardships,
But still....
The repugnance is measly.

Ardour overflowing his bosom,
He stands alone fighting
For the sake of his men.
The radiance of his glory
Blinding the Sun.
The lustre of leadership and bravery
Is evident in the people's eyes.

He is unstoppable.
He is irreplaceable.
He is none but,
Our Netaji. Our Leader.

ভারত-পথিক

RAJDEEP SAHA

সন ১৯৪১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গাঢ় কালো মেঘে পৃথিবী তখন ঢেকে গেছে। কান পাতলে শোনা যায় শুধু গোলাগুলির শব্দ; জায়গায় জায়গায় হচ্ছে ব্ল্যাক-আউট; আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় বোমারু-বিমানের ধোঁয়া। এই পরিস্থিতিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন চালানো এতোটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল বিলাসিতার সমান। উপরন্তু সুভাষচন্দ্র বসু তখন ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধোঁয়া দিয়ে দেশত্যাগ করেছেন। ফলে ভারতীয়দের পথ দেখানোর জন্য ছিল শুধুমাত্র কংগ্রেসের নেতৃত্ব – যা ১৯১৯ থেকে কথায় ও কাজে মহাত্মা গান্ধীর মতামত; যিনি স্থানে-অস্থানে অহিংসা, শান্তি কথাগুলি ব্যাবহার করে জাতিকে মূল লক্ষ্য ও কর্তব্য থেকে বিভ্রান্ত করতেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই যে ঘুমন্ত জাতিকে সুভাষ বসু জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেই জাতিই আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু বিপ্লবের আগুন কখনো চাপা থাকে না। ভারতের মধ্যে সংগ্রাম বন্ধ থাকলেও, ইথারতরঙ্গ বেয়ে এসেছিল বিপ্লবের ডাক, "আজাদ হিন্দ রেডিও বার্লিন – আমি সুভাষ বলছি"। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর মত ও পথের একমাত্র প্রতিরোধী শক্তি, সেই ভারত-পথিক যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে নিদ্রামগ্ন জাতি আবার জেগে উঠেছিল সেদিন, নতুন আশায় বুক বেঁধেছিল তারা, সবাই একসাথে বলেছিল – "সুভাষ আমাদের স্বাধীনতা আনতে বিদেশে গেছে"। তারপর সুদীর্ঘ ৪ বছর ভারতবর্ষ দেখেছে নেতাজীর রুদ্রমূর্তি; প্রত্যক্ষ করেছে কিভাবে একটা মানুষ শুধুমাত্র দেশ ও জাতির স্বার্থে যে কোনো ত্যাগ ও দুঃখবরণের সংকল্প নিতে পারে। এক দুঃসাহসিক আত্মা তখন সমস্ত দুর্গম পথ একাকী অতিক্রম করে রচনা করছিলো এক সুবর্ণ ইতিহাস। তারপর হঠাৎ এক ধাক্কায় শেষ হয়ে গেল সমস্ত কিছু, ভারতের আকাশ আবার ঢেকে গেল কালো মেঘে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত জাতি হয়ে গেল ক্ষমতালোভীদের দাবার গুটি। হটকারিতার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত পেল তাঁর তথাকথিত 'স্বাধীনতা', আর সঙ্গে পেল দেশভাগের মতো এক জঘন্য অভিশাপ। নেতাজীর স্বপ্নের দেশ চাপা পড়ে গেল ফাইলের নীচে আর তোতাপাখির মতো জাতিকে শেখানো হল অহিংসার ভুয়ো ইতিহাস। যারা এই নীতির বিরোধিতা করতো, তাদের অনায়াসেই দেওয়া হতো 'দেশদ্রোহী'-র আখ্যান। কিন্তু বীণা দাস, লীলা রায়, সমর গুহ, পবিত্রমোহন রায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা, যাঁরা প্রকৃতভাবে দেশকে ভালোবাসতেন, কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি এই স্বাধীনতাকে; কারন 'সমস্যাকে গোঁজামিলের দ্বারা অথবা কথার মার-প্যাঁচে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর সে পথে যা লাভ হয় তা শান্তি নামে অভিহিত হবারও যোগ্য

নয়।' তাঁদের জহুরীর চোখ দেখেছিল দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে নেতাজীর রচিত সেই সুবর্ণ ইতিহাস লোকচক্ষু থেকে আড়াল করবার জন্য কংগ্রেস সরকারের সে কী নির্মম প্রচেষ্টা। ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হতো যে স্বাধীনতা ছিল শুধুমাত্র গান্ধী-নেহেরুর অহিংসার ফল। আর নেতাজী কে ছিলেন? নেতাজী ছিলেন এমন একজন 'দেশের শত্রু', যাঁকে শত্রু-মিত্র নানাজনে নানাভাবে 'জাপানী দালাল', 'ফ্যাসিষ্ট' আবার 'মিস্টিক' ও 'আধ্যাত্মিক' আখ্যায় বার বার ভূষিত করেছেন। নিজের আত্ম-বলিদানের এই কুৎসিত বিশ্লেষণ শুনেই হয়তো এক রণক্লান্ত সুভাষ বলে উঠেছিলেন "Not even my worst enemy can ever dare to say that I'm capable of selling national honour and self-respect. And not even my worst enemy can ever dare to assert that I was a nobody in my own country and that I need foreign help to secure a position for myself." (০৬.০৭.১৯৪৪)

হায় মুখপোড়া ভারতবাসী! তোমাদের এই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে তোমরা চিনলে না! তোমাদের ২০০ বছরের পরাধীনতা দেখে যখন বিশ্বের সবচেয়ে অমানবিক নেতা, আডলফ্ হিটলার, নিজের আত্মজীবনীতে তোমাদের সম্পর্কে কটুকথা লিখেছিল, তখন তোমাদের এই জ্যেষ্ঠভ্রাতাই তোমাদের সম্মান রক্ষা করতে গলা উঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তোমরা তাঁকে দিলে 'দেশদ্রোহী'-র আখ্যা! গান্ধীজীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তোমরা যখন ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধে লড়েছিলে, সেদিন তোমাদের দেশপ্রেম কোথায় ছিল? মনে আছে, কিভাবে সেদিন ব্রিটিশদের পদলেহন করে 'দেশ-উদ্ধারকারী' হিসেবে দেশপ্রেমীদের ধরিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছিলে তোমরা? তোমরা সবাই সেদিন 'মিত্রশক্তির মৈত্রীকে স্বাগত জানিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজকে ইম্ফল প্রান্তে রুখবার শুভ সংকল্প নিয়ে দিকে দিকে 'জাপানকে রুখতে হবে' বলে ভারতের শ্মশানভূমিকে প্রকম্পিত করেছিলে।' কিন্তু ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছে; আর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুভাষচন্দ্র বসুকে। দেশে একের পর এক কমিশন বসেছে কিন্তু তাঁকে কেউ মাপ করেনি! নিয়তির কি অদ্ভুত পরিহাস। অন্তরাল থেকে তিনি নিশ্চয়ই হাসছেন আর বলছেন "এই প্রতিজ্ঞায় জীবন পণ করার মতো কেউ আছে কি তোমাদের? দল করে করেই তো দেশের এই হাল হয়েছে। তোমরা চাও গদীতে বসতে। কি করেছ যখন ইংরেজ পাপচক্র ও দেশী মিরজাফর, সুবিধাভোগীরা, দেশকে দু'টুকরো করলো? কোথায় ছিল তোমাদের আজকের বক্তৃতাবাগীশ নেতারা?" (চারণিক) মনে পড়ে যায় নারায়ণ সানয়ালের সেই লেখা: "জওহরলাল রাজ্য পেলেন, গদি পেলেন, ক্ষমতার তুঙ্গে উঠলেন – কিন্তু অনুপস্থিত নেতাজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা, যে সম্মান, যে উদ্দাম ভালোবাসার অর্ঘ্য দেবার জন্য দেশবাসী উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন – সে শ্রদ্ধা, সে সম্মান, সে ভালোবাসা পণ্ডিতজী কোনদিনই পেলেন না। সে খেদ তাঁর সারাজীবন যায় নি।" গান্ধীজীর শান্তির বাণী দেশ ও জাতিকে ক্লীব ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে, প্রকৃত শান্তি এনে দিতে পারে নি।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর ধরে আমরা দেখছি ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল কিভাবে শুধুমাত্র নির্বাচন জেতার জন্য নেতাজীকে দাবার গুটির মতো ব্যবহার করছে। নেতাজীকে কেবলমাত্র বীর সৈনিক ও নানা বিশেষণে ভূষিত করে অথবা চৌরাস্তার মোড়ে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে কিংবা রাস্তা ও রেল স্টেশনের নামকরণ করে তারা মনে করেন যে তারা জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীকে সম্মান জানানোর চেয়ে নির্বাচন জেতার পরিকল্পনা বেশী করা হয়। এই নোংরামিকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন চারণিক – "জন্মদিবসের সভায় নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। লক্ষ্যহারা মানুষ পথ খুঁজছে, পথ কোথায়। কিন্তু যাঁরা বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁরা পথ দেখাবেন কি করে? তাঁরা নিজেরাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন, কে দেবে তাঁদের আশ্রয়? যারা সময়ে-অসময়ে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নানা প্রকার নামাবলী গায়ে দেন তাঁদের চর্বিত-চর্বণ শুনতে ভালো লাগলো না, আবার হাঁটতে শুরু করলাম। ... সুউচ্চ বেদীতে ছুটন্ত অশ্বপৃষ্টে একটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে আছেন সেই চঞ্চল বীর্যবান বিজয়ী বীর। ... ছুটন্ত ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে যেতে চায়। সে বলতে চায় কি হবে এই মূঢ় মুখে ভাষা দিয়ে। ... (নেতাজীর) সেই কোমল স্নেহঝরা মুখের একি চেহারা! যেন এখনি সহস্র জনতার নিকট কৈফিয়ত চাইছেন – অপদার্থ কাপুরুষের দল তোমরা কেন এসেছ, কি চাও তোমরা, কেন আজ আমার পথ রোধ করছো। কার কাছে যাব আমি, তোমাদের শত সহস্র দলের প্রয়োজন মতো আমি তৈরি হইনি। কেউ বলবে এদিকে এসো, কেউ বলবে ওদিকে এসো। তোমরা চাও আরামের রসগোল্লাটি তোমাদের খাইয়ে দিই। বহু যুগ ধরে তোমাদের দেখছি। তোমাদের আমায় ভালোবাসার একটিই পরীক্ষা 'Do or Die"

"Our enemies think that by calling me a dreamer, they will be able to discredit me. But I confess that I'm a dreamer. I may tell my enemies that in dreaming dreams of India's freedom, I'm in good company. All those

who have achieved great things in this world have been dreamers." (সুভাষচন্দ্র বসু, ১২.০৭.১৯৪৪) কোথায় সেই ভারত-পথিক? লোকে বলে তিনি নেই; তাঁকে আঁকড়ে রয়েছে কিছু পাগলের দল। কি অদ্ভুত তাই না! একটা পাগল (dreamer) ও তাঁকে অনুসরণ করছে আরও কয়েকটা পাগল। এইভাবে কি কোনদিনও পরিবর্তন আসবে? জানি না। তবে এইটুকু জানি – তিনি আছেন। আমি যে প্রতিমুহূর্ত তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি। তাঁর কথা ভাবলেই রোমাঞ্চিত হই। কই অন্য কারোর কথা ভাবলে তো এমনটা হয় না। যে আদর্শকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করছি তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। মিথ্যে হবে অহিংসার সেই আদর্শ যা প্রয়োজন মতো গান্ধীবাদী মানুষরা নিঃসঙ্কোচে বর্জন করেছে। ভারতবর্ষের চাই সুভাষের আদর্শ। সুভাষের পথই ভারতের পথ। আমাদের নীতিই হল আমাদের গর্ব। আমাদের পরিচয় – আমরা নির্ভেজাল সুভাষবাদী।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা:

"ঐ মহামানব আসে",
চারণিক (জয়শ্রী প্রকাশন)

"নেতাজী রহস্য সন্ধানে",
নারায়ণ সান্যাল (Dey's Publishing)

"Blood Bath",
সুভাষচন্দ্র বসু (জয়শ্রী প্রকাশন)

All That's Left

Swaprova Basu
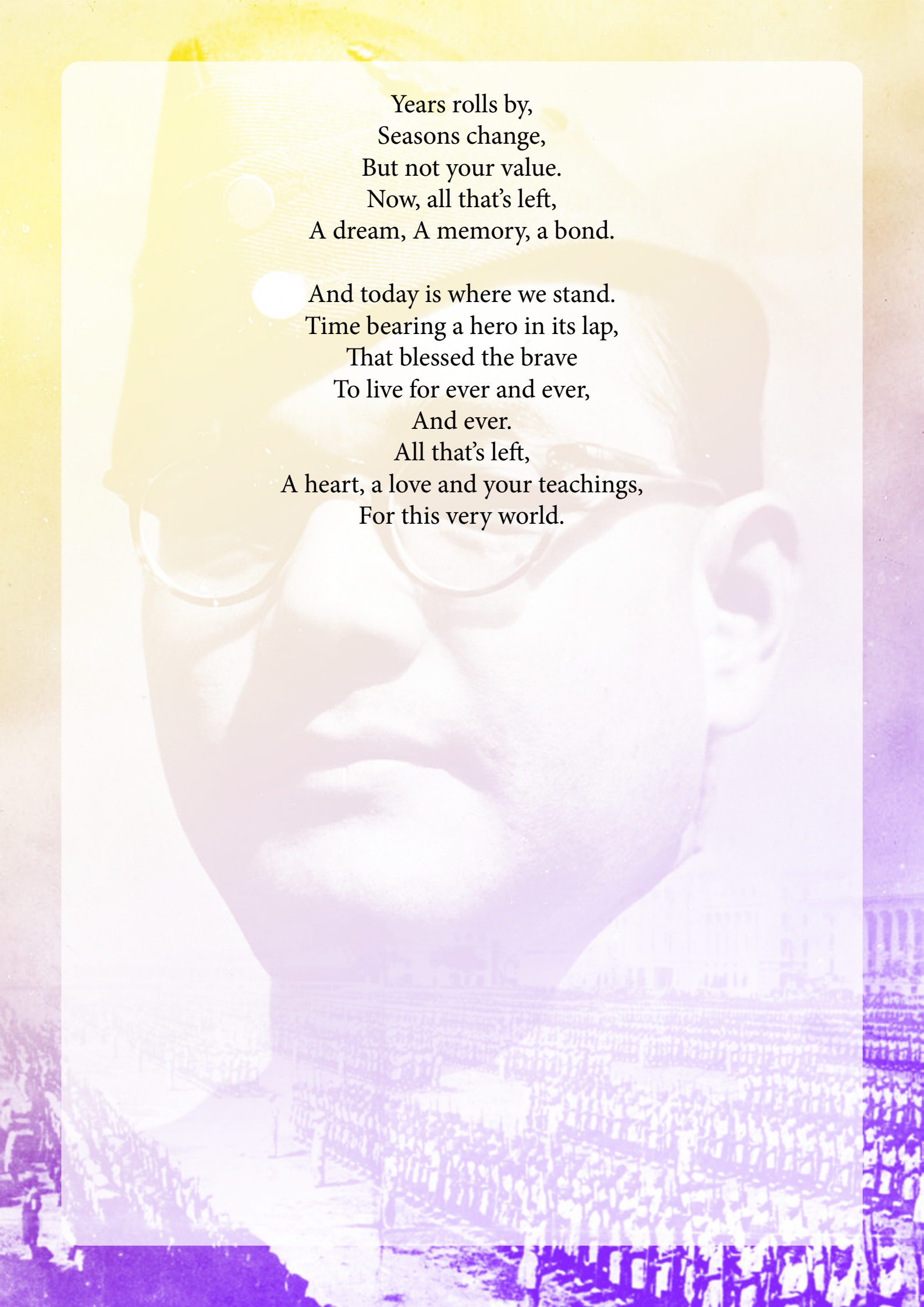
Years come by,
A hero's born
All that's left,
A pride, a hatred and a lost battle.

With time its tough controlling,
The mind that cries for freedom,
All that's left,
A swear, a fist, a passion.

Years later, you fought for us.
A brave enough mind.
All that's left,
A win, a change, a love
To this very world.

Better be unsaid.
Heart that betrayed,
Hands that meet the beasts.
All that's left,
A fire, A burn, a death.

Years pass on.
Character arise and die.
People forget.
All that's left,
A case, a letter, a spec.

Years rolls by,
Seasons change,
But not your value.
Now, all that's left,
A dream, A memory, a bond.

And today is where we stand.
Time bearing a hero in its lap,
That blessed the brave
To live for ever and ever,
And ever.
All that's left,
A heart, a love and your teachings,
For this very world.
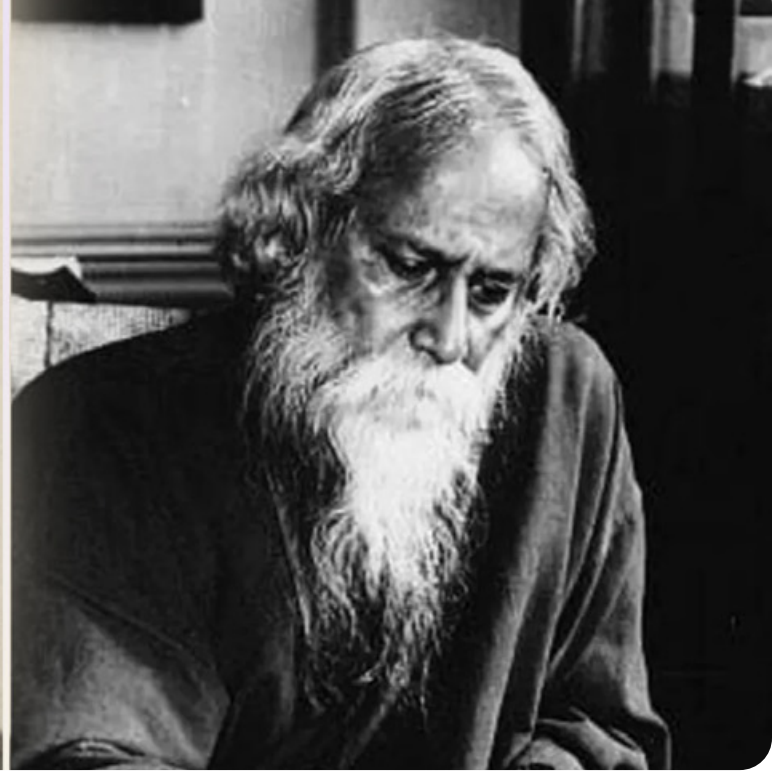
রবীন্দ্রনাথের দেশনায়ক

MONAMI BANERJEE

সালটা ১৯০৫। সারা বাংলায় তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগুন জ্বলছে। বাংলাকে ভাগ করার ইংরেজ সরকারের এই নিষ্ঠুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে তখন গড়ে উঠেছে তীব্র প্রতিবাদ। এহেন অগ্নিগর্ভ বাংলায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করলেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি। কবিগুরুর মন তখন অস্থির, বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে, তাকে কে চালনা করবে? কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এই সমাজ? কে হবে এই সমাজের সমাজপতি? কে হবে এদেশের নায়ক যার আদেশে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ একত্রিত হবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে? রবি ঠাকুরের এই চিন্তা দূর হয়েছিল; তাঁর ব্যাকুলতার অবসান ঘটেছিল।

১৯১২ সাল। রবি ঠাকুর ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরছেন। এরই মধ্যে তিনি সারা ভারতকে তোলপাড় করে দেওয়া ঘটনাটি শুনেছেন – সুভাষচন্দ্র বসু নামে একজন ভারতীয় আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ইংরেজদের চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ সে ব্রিটিশ সরকারের গোলামি করতে অনিচ্ছুক। তিনি শুনেছেন যুবক সুভাষচন্দ্র নাকি একই জাহাজে ভারতে ফিরছে।

"তোমার সাথে একবার দেখা হলে ভালো হতো সুভাষ।"
– রবি ঠাকুর আপন মনেই বলে উঠলেন।

"গুরুদেব।"

সম্বোধনটি শুনে রবি ঠাকুর ফিরে তাকালেন। এক সুদীর্ঘ, সুগঠিত যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের গভীর ভাব মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যুবক অম্লান বদনে হেসে বলল, "আমি সুভাষচন্দ্র বসু।" বলেই সে রবি ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

"দীর্ঘজীবী হও সুভাষ আর চিরকাল নিজের চিত্তকে এভাবেই ভয়শূন্য রেখ।" রবি ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে আশীর্বাদ করতে করতে বললেন।

"নিশ্চয়ই গুরুদেব। আপনিই তো শিখিয়েছেন – চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির..."

এই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। এরপর ভারতবর্ষে দুজনের অনেকবারই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

১৯৩৮ সাল। কবিগুরুর শরীর ভালো নয়, দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। ডাক্তাররা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন, এরপর তো সবই ভগবানের ইচ্ছা। একদিন সুভাষচন্দ্র দেখা করতে এলেন।

"এখন শরীর কেমন আছে গুরুদেব?"

"ওই একরকম। চলে যাচ্ছে এই যা। তুমি বল সুভাষ,
কেমন আছো? তোমার শরীর তো এই বয়সেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"আমিও আছি একরকম। আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন গুরুদেব, আমরা প্রতীক্ষায় আছি।"

"আর সুস্থ হয়ে উঠবো কিনা জানি না সুভাষ। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে।"

"এসব আপনি কি বলছেন গুরুদেব! আপনি চলে গেলে যে হবে না। আপনি স্বাধীন ভারত দেখবেন না গুরুদেব?"

"সুভাষ"………. রবি ঠাকুর বলে ওঠেন, "স্বাধীন ভারত হয়তো আমার দেখা হবে না কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। যেভাবে তুমি ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে লড়ছো, ভারতবর্ষ স্বাধীন তো হবেই।"

"কিন্তু কংগ্রেসের অনেকে বুঝতেই চাইছে না, এমনকি গান্ধীজীও না, এহেন অবস্থায় কী করা উচিত সেটাই এখন ভাববার বিষয়।"

"সুভাষ, যখন কেউ পাসে থাকে না, তখন পথ কি করে চলতে হয়, সেটা তুমি জানো। আমার আশীর্বাদ তোমার সাথে সবসময় আছে।"

"হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার আশীর্বাদ যেন সবসময় আমার সাথে থাকে। দেশমাতৃকাকে তো স্বাধীন করতেই হবে, সে যেভাবেই হোক, যে পথেই হোক।"

কেটে গেল আরও একটা বছর। ১৯৩৯ সাল। রবি ঠাকুরের শরীর আরও ভেঙে পড়েছে। আজকাল বিছানা ছেড়ে তেমন উঠতে পারেন না। এদিকে দেশের রাজনীতির খবর সবই তাঁর কানে আসছে। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল সবাই সুভাষের বিরোধিতা করছেন। সুভাষ গান্ধীর মনোনীত পট্টভি সিতারামাইয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ জয়লাভ করেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন "সিতারামাইয়ার হার আমার হার।" এর পরেই ঘটল সেই ঘটনা যেটা হয়তো কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তো এমন কাজই করেন যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সুভাষচন্দ্র বসু শুধু পদত্যাগই করলেন না, এমনকি কংগ্রেস পার্টিকেও পরিত্যাগ করলেন; গড়ে তুললেন সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক। কবিগুরু গর্বিত হয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে "দেশনায়ক" আখ্যা দিলেন। একদিন সুভাষচন্দ্র রবি ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। এটাই ছিল তাঁর কবিগুরুর সাথে শেষ দেখা।
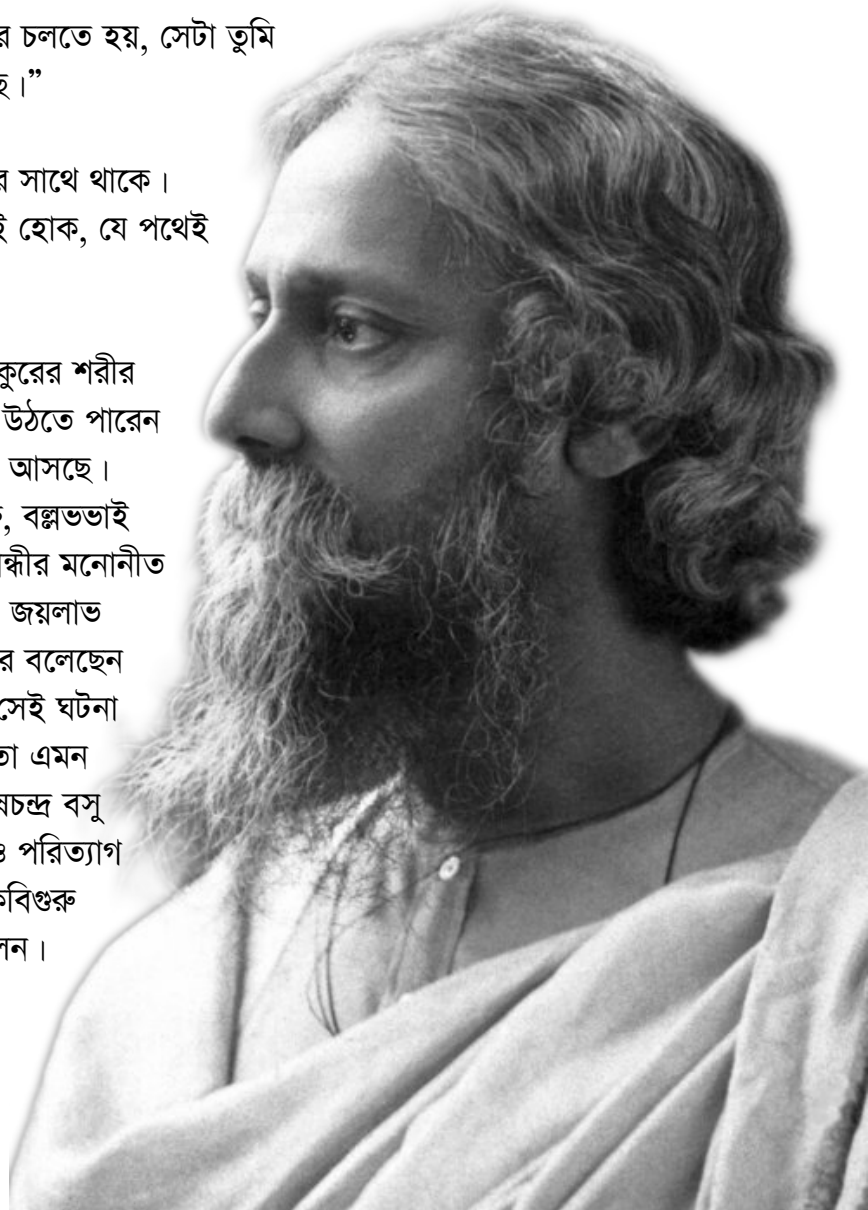
"গুরুদেব।"

"এসো, এসো সুভাষ, বসো। আজ আমি তোমাকে নিয়ে খুবই গর্বিত সুভাষ। তুমি জানো না আমার কি আনন্দ হচ্ছে।"

"আমাকে যে এটা করতেই হতো গুরুদেব, আর কোন পথ আমার সামনে খলা ছিল না। কংগ্রেস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে রাজি নয় অথচ এটাই সুবর্ণ সুযোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে, জার্মানি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, ইংরেজরা হিটলারের সাথে পেরে উঠছে না।"

"তুমি যা করেছো, একদম ঠিক করেছ সুভাষ। আমার তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস আছে। তুমি দেশনায়ক সুভাষ। তুমিই পারবে।"

"গুরুদেব, আপনি আমাকে অনেক বড় সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমি কি এর যোগ্য?"

"তুমিই তো এর যোগ্য সুভাষ। আমি দেখেছি তোমার মধ্যে সেই নেতাকে যার সবাইকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে। আমি পেয়েগেছি সেই সমাজপতিকে, সেই দেশনায়ককে, যে সমগ্র ভারতবর্ষকে একত্রিত করবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে – সে তুমি সুভাষ।"

"গুরুদেব........"

"সুভাষ, তুমি তোমার এই মৃত্যুপথযাত্রী গুরুদেবকে কথা দাও যে তুমি স্বাধীনতা আনবে। তমাকেই আনতে হবে।"

"আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি গুরুদেব, আমি স্বাধীনতা আনবোই, আনতে যে আমাকে হবেই নাহলে যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, সমস্ত বিপ্লবীদের বলিদান জলে চলে যাবে। তা হবে না গুরুদেব, স্বাধীনতা আমি আনবই, আমাদের উত্তরসুরীরা স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহন করবে।"

"ব্যাস, আমার আর চিন্তা কী! দেশনায়ক যখন দেশ স্বাধীন করার ভার নিয়েই নিয়েছে, তখন আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মাত্র দু'বছর জীবিত ছিলেন। ১৯৪১ সালে যখন সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রবি ঠাকুর চিন্তিত হয়ে সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখলেন –
স্নেহের শরৎ,

শুনছিলাম, সুভাষকে নাকি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই খবর জানিতে পারিয়ে সুভাষের জন্য আমার খুব চিন্তা হইতেছে। সুভাষের মাতাকে আমার সমবেদনা জানিও আর সুভাষের সম্পর্কে কোনো খবর পাইলে, আমাকে অবশ্যই জানিও।

ইতি
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের শেষ সময়ে সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করে একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন; গল্পটির নাম 'বদনাম'।
"সুভাষজী, আপকা এক চিঠি আয়া হে, কলকাতা সে।"
রেহেমৎ খাঁ সুভাষচন্দ্রের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল। সুভাষচন্দ্র চিঠিটি পড়তে শুরু করলেন –

স্নেহের সুবি,

খুবই দুক্ষের সঙ্গে জানাইতেছি যে ৭ই আগস্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারত গুরুদেব আর দেখে যাইতে পারিলেন না। তুমি সাবধানে থাকিও সুবি। আমরা তোমার চিন্তায় রহিলাম।

ইতি
তোমার মেজদাদা

সুভাষচন্দ্র চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর অস্ফুটে নিজের মনে বলে উঠলেন, "আমার প্রণাম নেবেন গুরুদেব। আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি।" এরপরের ঘটনা সকলেরই জানা – কিভাবে সুভাষচন্দ্র সুদূর ইউরপে গেছিলেন, কিভাবে সুভাষ থেকে নেতাজী হয়েছিলেন, কিভাবে 'দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু' ভারতমাতাকে ইংরেজের শিকল থেকে মুক্ত করেছিলেন – তা সমগ্র ভারতবাসীর জানা কিন্তু কতজন তাঁর বলিদানকে অনুভব করতে পারে? হয়তো খুব কমজন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেশনায়ক' খেতাবে ভূষিত নেতাজী আমাদের স্বাধীন করার জন্য পৃথিবীর সব সীমা পেরিয়ে গেছিলেন। আর আমরা কি করেছি ওনার জন্য? প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারি এলে আমাদের শুধু মনে পড়ে, 'আজকে

নেতাজীর জন্মদিন।' এখানেই কি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? আজ ৭৫ বছর ধরে যে অন্যায় নেতাজীর সাথে হয়ে আসছে, তার প্রতিবাদ করার কথা কখনও কি কারোর মাথায় এসেছে? আমাদের দেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মৃত্যু হলে মিছিল বেরোয় তাদের মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করার জন্য, কিন্তু নেতাজীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করার জন্য তোমরা কি করেছ দেশবাসী? যদি এই প্রশ্ন এতদিন তোমাদের মাথায় না আসে, তাহলে আজ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে শুরু করো। মনে রেখ দেশবাসী, রবি ঠাকুর বলেছিলেন – "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দেহে।"

Past into oblivian of history

The man Subhas Bose is still
a mystery

Whose name is all around

With blood man crowned,

Present at five point crossing
road of big city

Man who fought with real
gritty

The darkness all around

The battle is on the ground
Bleeding and crying for
dewy fall

'A drop of blood' he pro-
nounced to all

When the sky was red and
the air was stodgy

The monk and the priest
burst-forth'd with purity

The National Anthem was
sung with reverence loud

With a resounding applause
from the crowd.

~ PABRISHA DAS

INTO THE NIGHT I STRAY

AMRIT BHATTACHARJEE

The country might need me,
The misogyny and patriarchy shall beseech me;
But for the sky to be blue in the tricolour,
Our heaven shall thus be free!

Oh how the rose blossoms love with the blood of the wounded prick,
And every brick by brick I fathom the unfathomable demise of British imperialism,
My blood, our blood, in the bloody rage of war, shall win freedom with mortar and rick.

Oh ahoy judicial revolutionary, oh ahoy the youth of the day,
May the final battle that rattles the bones of the shores far away,
Oh into the dark, I fly past Tokyo, beyond life, beyond death, oh, into the dark I stray

I stray past the dogmas of the caste that beheld my spirit,
I stray past the crying people who call me EDITH!
I stray past the hour hand that rushed the October Swaraj
I stray past my motherland, for it needs my frivolous accord,
Of conspiracies of continuance, nothing shall be my hold, it's ours to cherish, ours to win, our grandsons be wisely told

Cowardice was hidden behind the need for freedom, yet you must know, nor we the radical libtard
Know us, thus by the name of revolution, by the name of inquilab,
For now let not fear pull you back from excelling a day,
As India attains freedom for into the night I stray!

HOW DID NETAJI GET INSPIRED BY SWAMI VIVEKANANDA.

ARTRIGE BOSE

[This write-up is backed by Netaji's anecdote and my case study on various sources implying how Swami Vivekananda and Netaji came off in life.]

To begin with, I state that Swami Vivekananda came into Netaji's life (as per Bose's Diary) when Bose was barely 15 years old.

One day, as the incident goes, Netaji visits one of his next-door relatives and he happens to find some books of Swami Ji. As we all already know about Netaji's interest in reading, he took a glance at those and fell in love with Swamiji's ideology. Thus Netaji borrowed a few of those books by Swami Ji from his relative after the captivating choice of words and the idea is reflected.

I inferred from my notes, the Bose got stuck on a line by Swami Vivekananda, and I quote- " To the Youth, Salvation will come through football, not through Geeta (one of the holy manuscripts of Hinduism)." There were other words by Swami Vivekananda from which Netaji came across the philosophy of humanity, of salvation, and the pureness of the soul. Whilst the period, a revolutionary ideal growth in Netaji takes place as a result of the teachings Swami Vivekananda has enshrined in his words and the mission at Belur, and with time, Subhash Chandra Bose becomes "NETAJI". He was enriched both with the political mainframe of Deshbandhu and the magnanimous ideals of freedom and enlightenment.

Other notable teachings by Swami Vivekananda which had been imbibed within Bose were self-control, meditation, and the responsibility to serve one's motherland. Note: Everything, I wrote, as per my case study, I conclude, if felt wrong, in any way, I apologise for that. Thus I end my writing here, with love and regards for all the readers.

Anal Kumar Mitra

Netaji Activist, Social Worker And Founder Of Jai Hind Pathshala, A Non-Profit Free Educational Centre for children at remote areas.

২০২১ এর জুলাই থেকে শুরু হয়েছে জয় হিন্দ পাঠশালা। আনুষ্ঠানিক ভাবে আরও আগে ওই বছরের পয়লা বৈশাখেই এই প্রচেষ্টার শুরু হয়। কিন্তু সুন্দরবনের গোসাবা ব্লক থেকে অনিবার্য কারণবসত সরে এসে বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি থেকে শুরু হয় জুলাইয়ে। এরপরে সোস্যাল মিডিয়াতে এই কাজের পোস্ট করায় আরো জায়গা থেকে ফোন আসে, আর এইভাবেই ডায়মন্ড হারবার ও পুরুলিয়াতে এই উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়ে।

২০২১- ২০২২ সালটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের ১২৫ তম জন্মবর্ষ। স্বভাবতই এই বছরে নেতাজীর নামে, বা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু করার ইচ্ছে ছিল আমাদের। নেতাজী একজন কৃতি ছাত্র, একজন জাতীয়তাবাদী নেতা, একজন আপোষহীণ সংগ্রামী, একজন বিপ্লবী, একজন নিখাদ দেশপ্রেমিক, একজন সমরনায়ক এতো কিছুর আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় নেতাজীর সেবাব্রত, নেতাজীর শিক্ষক রূপে কার্যকলাপ। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু যেমন স্বামী বিবেকানন্দ সেরকমই তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করে প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন দেশবন্ধু পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে। স্বামীজীর "man making character building education"-এর কথা নেতাজীও বলতেন। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি, তাই সবার আগে খাঁটি মানুষ চাই। খাঁটি মানুষ না পেলে শক্তিশালী জাতি গঠন সম্ভব নয়। একথা তিনি বলতেন। দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই দেশবন্ধু, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সাথেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন নেতাজী। মান্দালয় জেলে বসে নেতাজী দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতির সম্পাদক ও দক্ষিণ কলিকাতা চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে বলছেন-

"আজ বাংলার সর্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে- সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতা লোলুপ রাজনীতিক বৃন্দের ঝগড়া ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাংলায় আজ নাই?

আজ বাংলার অনেক কর্মী বলছেন, " আমাকে ক্ষমতা দাও, কর্মচারীর পদ দাও, অন্তত পক্ষে কার্যকরী সমিতির সভ্য করিয়া দাও -নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারিতে, contract এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই-

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

.. আপনারা হয়তো জানেন না যে, দক্ষিণ কলিকাতা

সেবাশ্রমের ক্রুটির জন্য আমি প্রধানত দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভালো রকম organise করিতে পারি নাই! তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্বাহিত হইত। আমার গ্রেফতারের পর আমার দেয় চাঁদার অংশ আমার দাদা শরৎবাবু দিয়া আসিতেছেন। আমি যখন মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন অনেক বন্ধু বলিয়াছেন যে, আমি বৃথা ছয় সাতটি বালকের জন্য এতো অর্থ ব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্যভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২/ ১৪ বছর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মতো আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি - তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া, আমার পক্ষে অসম্ভব। দরিদ্র নারায়ণের সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইবো?”

সূত্র: তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ৪৫, ৪৭, ৪৮।

নেতাজীর কাজের এই দিকটাকে সামনে রেখেই কোভিড পরিস্থিতিতে যে সব প্রান্তিক এলাকায় অনলাইন পড়াশোনার পরিকাঠামো নেই, যেখানে প্রান্তিক মানুষগুলো পৌঁছাতে পারছে না শিক্ষার কাছে, সেখানে শিক্ষা যাতে এই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই জয় হিন্দ পাঠশালা কাজ করছে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে, ডায়মন্ড হারবারে, ঝড়খালিতে। প্রত্যেক জায়গাতেই পড়াশোনা জানা স্থানীয় স্নাতক যুবদের সাম্মানিকের বিনিময়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে তাদের এলাকার বাচ্চাদের পড়াতে। এইভাবেই স্থানীয় যুবকদের ক্ষমতায়নেরও চেষ্টা হচ্ছে।

ফিরে এসো নেতাজী

সুকন্যা মাঝি

পেরিয়ে গেল অনেক বছর
ফিরলে না যে তুমি,
তোমায় ছাড়া দেশটা মোদের
আজও মরুভূমি।

রাজনীতির ওই নোংরা খেলায়
মেতেছে ভারতবাসী,
ওরা নিয়েছে কেড়ে অন্যায় সুখ
হাসতে ওদের হাসি।

তুমিই ছিলে ভারতবর্ষের
সত্যিকারের নেতা।
বাকিরা তো সব নেতার নামে
দেশের বিক্রেতা।

তোমার এতো ত্যাগ
যে দেশের জন্যই,
সে দেশেরই মানুষ আজ
স্বার্থ ছাড়া বোঝেনা যে কিছুই।

দোহাই তোমার, একটি বার
ফিরে আসো এই দেশে।
দেখে যাও, তোমার দেশের
কি অবস্থা করেছে ওরা পরিশেষে!

অন্যায়ের সাথে আপোষ না করতে
তুমি শিখিয়েছিলে ভারতবাসীকে;
আজ যেন সেই ভারতবাসীই

শিখে গেছে অন্যায়কে মেনে নিতে!

অত্যাচারের ভারে আজও
তোমার ভারত দুখণ্ড,
যেদিকে তাকাই দেখি শুধু
রাজত্ব করে ভণ্ড।

দেশমাতা যে আজও কাঁদে
নিয়ে কত ব্যাথা,
তুমি কি আসবে ফিরে
ওগো বীর নেতা।

সূর্যের নাম তেজ তোমার,
অদম্য তোমার শক্তি।
তুমিই পারো এবারও জাগাতে
ভারতবাসীর দেশভক্তি।

ফিরে এসো একটি বার
ওগো বীর সুভাষ।
"আমি সুভাষ বলছি" কণ্ঠে
দাও যে তার আভাস।

OUR IMMORTAL HERO

Koyena Chatterjee

Through the looking glass
Retrospecting the very glow of the Era
The Hero of the Era
Still breathing alive….
Within the hearts of his fellow brothers.

His struggle for freedom
The very prospect of his dreams
Of an Independent India
Had reflected upon us….
The Hope.

To resist the last British,
To stop the surge of bloodshed,
Dragging our slavery under the lords
To the pedestal of the gallows….
To eliminate.

Bleeding from the pelting curses of
The Country.
Echoing through the ears of
Those white blooded tyrants.
Waiting….
Until their reign is beheaded.

He may have left his materialistic being
But within our hearts and minds;
He always remains.
He is immortal and will be….
The Immortal Netaji always.

অবিনশ্বর নেতাজী

PATRALEKHA KARMAKAR

১৯৯০ শালে, সেইবার শীতের ছুটিতে কলকাতা ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হলো। আমার তখন ৫ বছর বয়স ছিল। সেই বছরে বাবা মায়ের সাথে আমরা কলকাতায় এসেছিলাম। চাকরির বদলির জন্য সেই এক বছর বয়স থেকে দিল্লিতে থাকতাম। তবে সেইবার আমার জেদের বশে বাবাকে কলকাতায় আসতেই হলো। বেশ মন দিয়ে আমার নিজের শহরটাকে অনুসন্ধান করতে ইচ্ছা করছিলো।

ডিসেম্বর মাস আর তার সাথে মেতে উঠেছে কলকাতা শহর, শীতের আমেজে। দুই মাস ধরে শহরের প্রায় সব জায়গায় ঘোরা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, বিড়লা তারামন্ডল, সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ধর্মতলা ও ইত্যাদি, এমন অনেক জায়গাতে গিয়ে ভরে গেছিলো আমার মনটা। কিন্তু শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে, যেই মহান ভাস্কর্যটি স্থাপিত রয়েছে, সেটিকে দেখে ঠিক প্রথমেই চিনতে পারলাম না। যেই যেই স্থানে গিয়েছিলাম, সেখানের ইতিহাস একটু জেনেই অন্বেষণ করছিলাম।

বেশ কৌতুহলী হয়ে পড়লাম। অনেকের থেকে জানলাম, সেই মহান ব্যক্তির নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ পক্ষের দলে আবার কেউ কেউ বিপক্ষের দলে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে আসলে মানুষটা কে ও কেমন। দেখতে দেখতে সপ্তম শ্রেণীতে চলে গেলাম। কিন্তু দিল্লিতে বসে বসে মন লাগছিল না আমার। বাবার কাছে আবার একটি জেদ ও আবদার নিয়ে গিয়েছিলাম যে পরের বছর থেকে যদি আমি কলকাতায় পড়াশোনা করতে পারতাম। বাবা বুঝতে পেরেছিল আমার আগ্রহের ভাবনা। তাই আমি আমার ইচ্ছাটা রাখতে পেরেছিলাম। সেই বছর থেকে শুরু হয়ে গেলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কে নিয়ে আমার তত্ত্বানুসন্ধান।

আজ আমার ৩৮ বছর বয়েস হতে চললো। কিন্তু থামেনি আমার গবেষণা। জীবনে অনেক বিখ্যাত মানুষদের সমন্ধে জেনেছি, তবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো এরম মানুষ আমি এই জীবনে আর দেখতে পারবনা। তিনি দেশের ভগবান। ভারতের স্বাধীনতার পূজারী, এই চিরস্মরণীয় কিংবদন্তি মহৎ নেতা। ওনার নেতৃত্ব ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ভারতীয়র মনে। তিনি হারিয়ে গেলেও, সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে যাবেন চিরকাল। ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীর উদ্দেশ্যে, আমার শত শত প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই, স্বদেশপ্রেমী ও অবিনাশী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কে।

नाम नहीं गुमनाम था वो , पर नाम ही है बस याद हमें
क्या याद है वो कुर्बानी है या आजाद हिन्द का नाम हमें ?
जिस हिटलर के नाम से केवल , सारा दुनिया डरता था
उस हिटलर के आंखों में आंखें डाल कर, वो बातें अपनी करता था
हिन्दू मुस्लिम का भेद मिटा कर , एकता को जिसने शस्त्र बनाया
ये वो सुभाष है जिसने भारतीयों को, भारत के लिए लड़ना सिखाया

आजादी को भीख नहीं , सबका अधिकार जिसने बनाया
अन्याय को सहना नहीं , प्रतिकार करना जिसने सिखाया
गुलाम भारत था मगर , आजाद खुद का सरकार बनाया
जिसके जय हिन्द के नारों ने , लाल किले को भी दहलाया
जिसके केवल नाम ने ही ,अंग्रेजी हुकुमत को हिलाया दिया
जो सूर्य नहीं डूबा था कभी , उस सूर्य का अस्तित्व भी मिटा दिया

क्या यही सपनों का भारत , हमने उनको उपहार दिया
गला घोट कर उनके सपनों का पुतलों को उनके प्यार दिया
क्या यही आजादी थी जिसके खातिर , कांटों का संसार चुना
क्या यही आजादी है जिसमें बस चमड़ी की रंगत बदला
पहले अत्याचारी गोरी चमड़ी , अब वही चमड़ी काली है
चलो बदलें भारत को यही सच्ची श्रद्धांजलि है

~ Vikram Bansal
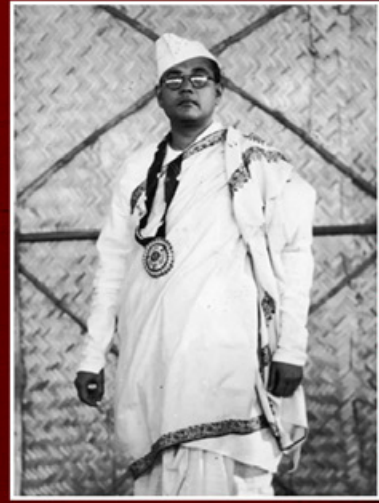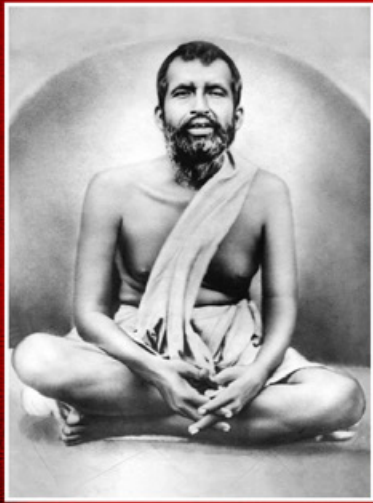
RAMAKRISHNA-VIVEKANANDA AND NETAJI BOSE: THE BLEND OF SPIRIT AND VIGOUR

SAYANI BANERJEE BHATTACHARJEE

"If Swamiji had been alive, then I would have been at his feet"......"How shall I express in words my indebtedness to Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda? It is under their sacred influence that my life got first awakened. Like Nivedita I also regard Ramakrishna and Vivekananda as two aspects of one indivisible personality. If Swamiji had been alive today, he would have been my guru, that is to say, I would have accepted him as my Master."-

Netaji Subhas Chandra Bose

Two supreme personalities, born some 34 years apart, on the sacred land of Mother India- the land of revolutionaries; their destinies ironically intertwined, as if by Divine Intervention. Being educated in British Academia, both of them were conferred with silken convocation gowns of western philosophy. However, despite hailing from families, where they were endowed with all- spiritual and material, both, in their quest for realizing the Spirit of Bharata, relinquished the gross. While the Master was a soldier in the robes of a sanyasi, his worthy Disciple was a sanyasi in the attire of a soldier- the perfect amalgamation of Spirit and Vigour, Swami Vivekananda and Netaji Subhas Chandra Bose effulged as the most poignant embodiment of the 'Idea' called Bharata.

"The longest night seems to be passing away, the sorest trouble seems to be coming to an end at last, the seeming corpse appears to be awaking and a voice is coming to us — away back where history and even tradition fails to peep into the gloom of the past, coming down from there, reflected as it were from peak to peak of the infinite Himalaya of knowledge, and of love, and of work, India, this motherland of ours — a voice is coming unto us, gentle, firm, and yet

unmistakable in its utterances, and is gaining volume as days pass by, and behold, the sleeper is awakening! Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into the almost dead bones and muscles, the lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see, that she is awakening, this motherland of ours, from her deep long sleep. None can desist her anymore; never is she going to sleep anymore; no outward powers can hold her back any more; for the infinite giant is rising to her feet."

Such words of Swami Vivekananda struck young's subhas's heart like a thunderbolt, igniting the flames of patriotism in him. Ironically, these words were spoken by his Master on the 25th of January, 1897, only two days after Subhas's birth in the same year. And as destiny would have it ordained for them, both Swami Vivekananda and Subhas Chandra Bose would go on to shape the history of the modern India, a Nation that otherwise loomed in the darkness of oblivion since time immemorial. The thundering roar of the warrior-monk at Chicago, Parliament of Religions shook the people of India out of their slumber. Thus, it is through the eyes of Vivekananda, that Indians for the first time recognized the true potential of their Motherland. Swamiji, was therefore, the true architect of a nation reborn, or rather resurrected. The vision of Bharata as a holy land, rooted in its deep cultural and spiritual heritage- a nation that drew its life-force from the rich legacies of Ramayana, Mahabharata, Vedas, Puranas and the Vedanta- the Upanishads and Hindu sacred text of Bhagavat Gita was therefore constructed by Swamiji- the Maker of the Modern India, the one who designed the thoughts and ideals of a Nation that would eventually emerge as the World Teacher! It is to be noted that while Vivekananda was the prime architect of the new vision of the Bharata, his worthy disciple Subhas Chandra emerged as one of the founding fathers of the modern India along with Bankim Chandra, Rammohan Roy, Bagha Jatin, Aurobindo, Rash Behari Bose and the likes. There is no denying the fact that Vivekananda is the World Teacher, whose magnetic appeal transcended the boundaries of this nation to inspire the though process of the world at large. However, India, his own Motherland was central to his thoughts and actions and certainly it was the welfare of his own nation that was foremost to him. He raised his Countrymen, just as the Varaha Avatara of the Supreme Personality of Godhead- Vishnu had lifted Mother Earth on his tusks. In this connection, one is reminded the words of Romain Rolland, when he said that "Like Christ rejuvenating a dead Lazarus, Vivekananda brought back India from the brink of death by his clarion call - "Lazarus, come forth."- India, rose to his call, as though from an age-old slumber. Hindus especially had sunken too deep, in their customary rituals, into forced slavery and superstitions such as the despicable caste system. And Indians at large, too enamoured with the so-called gifts or perks of the foreign rule, blissfully forgot its own glorious past- its civilization, its culture and contribution. The warrior-monk stripped the veil self-hypnotism that engulfed the Nation through ages with one sweeping gesture.

Swamiji represented before his Countrymen, the ancient ideals of his Motherland- the ideals that would emancipate his countrymen from the chains of bondage. He therefore realized the fundamental problems of his nation, empathized with the ones in need and stood by them in their pain. Thus, the true spirit of Advaita Vedanta got manifested in his oneness with the poor. Swami Vivekananda, therefore, carved the vision, goals and ideals, thereby setting in motion the formative

as well as creative process so as to shape the redeemed Bharata, beloved Motherland as she rose, like Phoenix, from the ashes of her dead past! The Bharata that Swamiji envisaged would be intensely modern in thought on one hand and yet be deeply rooted in its glorious past on the other- a nation that would thrive on the illustrious legacy of spirituality and dharma. Swamiji's sense of Nationalism was deeply rooted in the tenets of Advaita. Thus when he saw millions of his Countrymen suffering under the burden of British Imperialism, the young monk traversed through the length and breadth of the country to realize the pain and plight of the suffering masses. As he traversed through, he witnessed the grinding pain and plight of his fellow brothers and sisters. He saw his own people hounded by penury, perishing in starvation. Realizing that his Country was in deep state of Tamas or perpetual darkness, he decided to raise his voice. Sitting on a rock facing the ocean, the young monk meditated on the fundamental evils of his country and at once decided to fight them out. Thereby, contemplating on the future course of action, he set out to create history, or perhaps to change the course of the history of his nation once and for all.

On the historic September 11th 1893, in the World Parliament of Religions in Chicago, the thundering warrior-monk presented India and Hinduism in a new light- a light hitherto denied to the Nation. Indians discovered themselves anew in the blazing light of truth- they were awakened for the very first time to the light of consciousness. Swamiji, standing at the edge of darkness, held the torch, leading his countrymen from the darkness of ignorance to the light of wisdom. One young Sannyasi, in a single-handed combat shook the very foundation of evil, destroying the machinery of an extremely powerful religion that had so long threatened to undermine the Nation he represented and her religion. He presented, for the first time the doctrine of Universal Religion- the spirit of Universalism as the characteristic trait of India as a Nation; a Nation that was not secular, but ardently spiritual... a Nation that provided support and succour to the persecuted, that had proclaimed since time immemorial that paths to enlightenment are many, that the only purpose of human life as o realize its divine nature, that God resided not in temples, mosques or churches but in Man himself- that 'Man was God' and therefore service to Man is service to God.

Thus rose India! While the cyclonic warrior-monk thundered across Britain and America preaching the core message of Vedanta, the white masters of the West sat for hours at his feet, gathering the jewels of ancient Indian Philosophy. And his fellow countrymen in this part of the globe, saw the birth of a New India- her glory re-established and her position as the World Teacher consolidated for all times to come.

Although Vivekananda did not live long in his physical being, his clarion call continued to reverberate through the hearts of his Countrymen, especially the youths, who drew inspiration to fight for their nation against the oppressive British Imperialism from the thundering cries of "Arise, awake and stop not till the goal is reached." During the turbulent days of India's Freedom Movement, most of the revolutionaries were known to have drawn inspiration from Bhagavat Gita and the words of Swami Vivekananda. Netaji Subhas Chandra Bose was one among them. He looked upon Vivekananda as his spiritual mentor. And thus, hen Netaji's beloved Bharat Mata was in the clutches of Imperialism, the thundering words of the

patriot-prophet "One vision I can see clear as life before me that the ancient Mother has awakened once more, sitting on her throne- rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the entire world with the voice of peace and benediction" ignited the flames of patriotism in the heart of young Subhas.

Subhas was only 15 when Vivekananda entered his life and his 'life turned upside- down.' Years later Subhas himself recalls his first brush with Swamiji and leaves a detailed account of the same for his readers in his Unfinished Autobiography, 'An Indian Pilgrim,' Subhas recalls:

"A relative of mine, who was a newcomer to the town, was living next door and I had to visit him. Glancing over his books, I came across the works of Swami Vivekananda. I had hardly turned over a few pages when I realised that here was something which I had been longing for. I borrowed the books from him, brought them home, and devoured them. I was thrilled to the marrow of my bones. My headmaster had roused my aesthetic and moral sense – had given a new impetus to my life – but he had not given me an ideal to which I could give my whole being. That Vivekananda gave me. For days, weeks, months I pored over his works..." He goes on further "I was barely fifteen when Vivekananda entered my life. Then there followed a revolution within and everything was turned upside down," His parents were taken by surprise... he writes "I was questioned, warned in a friendly manner, and ultimately rebuked. But all to no avail. I was rapidly changing and was no longer the goody-goody boy afraid of displeasing his parents." Thus, Vivekananda shaped the would-be Netaji in his most impressionable years. In the influence of Swamiji, Subhas underwent a revolutionary change inside-out. In the course of his childhood recollections, he recounts how Narendranath's teachings helped him out of superstitions- "In this task of freeing my mind of superstition, Vivekananda was of great help to me. The religion he preached – including his concept of Yoga – was based on a rational philosophy, on the Vedanta, and his concept of Vedanta was not antagonistic to, but was based on, scientific principles."

Even in his adolescent years of emotional and intellectual crisis and soul-searching, young Subhas in his search for a purpose and ideal for which he would be ready to sacrifice his life, he clung on to the inspiration he derived from his study of Ramakrishna-Vivekananda literature. Subhas was absolutely sure that *"in practical life (he) was going to emulate Ramakrishna and Vivekananda as far as possible". He further asserts "The intellectual doubt which assailed me needed satisfaction and, constituted as I was then, that satisfaction would not have been possible without some rational philosophy. The philosophy which I found in Vivekananda and Ramakrishna came nearest to meeting my requirements and offered a basis on which to reconstruct my moral and practical life. It equipped me with certain principles with which to determine my conduct or line of action whenever any problem or crisis arose before my eyes."*

Subhas's vision of Bharata was also constructed by his Master Vivekananda. The ideal that Swamiji had envisaged for future India, Netaji as his Manas Putra (Netaji often described himself as the Spiritual Son of Swamiji) strived all his life for the realization of that ideal. Thus, as early as in 1913, Subhas, in a letter to his elder brother Sarat Bose wrote- *"What was India and what is she now? What a terrible change!... But there is hope yet – I think there is hope yet – the angel of hope has appeared in our midst to put fire in our soul and to shake off our dull sloth. It is the saintly Vivekananda. There stands he, with his angel-*

ic appearance, his large and piercing eyes and his sacred dress to preach to the whole world, the sacred truths lying embedded in Hinduism!"

Vivekananda gave his call to the youths of our Nation- *"My faith is in the younger generation, the modern generation out of them will come my workers. They will work out the whole problem, like lions. I have formulated the idea and have given my life to it. If I do not achieve success, some better one will come after me to work it out, and I shall be content to struggle" and Subhas, as his worthy disciple rose to the call of his Master. He as one among the youths, who took over the queue from the monk and quivered his era.*

Later, in his active life in politics, as Subhas went on to work out his political vision, one realizes how Vivekananda was instrumental in shaping his political philosophy. It is no exaggeration to say that the crux of Samiji's ideals formulated the fulcrum of Netaji's politics. The fundamental themes of Vivekananda's approach to human development were character- building and women empowerment. 'Man making is my mission' he said, and he wanted thousands of men and women, fortified with eternal faith in Lord Divine and fired with the zeal of holiness, nerved to lion's courage by their sympathy for the poor and the downtrodden, would go through the length and breadth of this land preaching the gospel of unity, social upliftment and salvation. Netaji, in his life was much inspired by this concept of human development. Besides Netaji also emphasized on the importance of Character-building and power of unity. Netaji in his part championed the cause of Women Empowerment. The formation of rani jhanshi regiment in his INA days as suggestive of the role that netaji expected women of future Bharata to play. No other leader in the History of Civilisation could pay women a greater respect than him.

While Swamiji believed the youths to be the game-changers of the society, the architects of history of a nation, Netaji too, following the footprints of his Master, gave his call to the youth in his fight for National Emancipation. While Swamiji iterated his faith on the power of youth in many of his addresses, .calling out to the youth in unequivocal terms- 'I have faith in my country, and especially in the youth of my country.... My conviction is that from the youth of Bengal will come the power which will raise India once more to her proper spiritual place. Ay, from the youth of Bengal, with this immense amount of feeling and enthusiasm in the blood, will come heroes who will march from one corner of the earth to the other, preaching and teaching the eternal spiritual truths of our forefathers. And this is the great work before you.' 'Young men of Madras, my hope is in you. Each one of you has a glorious future if you dare believe me. Have tremendous faith in yourselves, like the faith I had when I was a child, and which I am working out now. Have that faith, each one of you, in yourself — that eternal power is lodged in every soul — and you will revive the whole of India.'

Netaji, reiterated a similar faith while invoking the youth in his address at the 3rd session of the All India Youth Congress in Calcutta on December 25th, 1928. His words were as if an echo of the words of his Master: *"Youth movements are not reformist in outlook, but revolutionary. A feeling of restlessness, of impatience with the present order, must come into existence before any youth movement can start....It is characterised by a feeling of dissatisfaction with the present order of things, and a desire for a better order accompanied by a vision of that order.'*

While the *'warrior-monk'* dreamt of a caste-free society, with no dividing line between men and women the *'saintly-soldier'* following his footprints shared his vision. Netaji's vision for Indi is encapsulated in his address to the Midnapore rally on December 21st 1929 when he said *"I want a society and a state which will not only remove all the needs of the Indian people but serve as a model to the world at large. The new society will have to be built on the basis of equality. The caste system will have to be blown away. The woman will have to be freed from all shackles and endowed with rights and responsibilities equal to man. The inequalities of wealth will have to be swept away, and everyone, irrespective of creed, caste, or colour, will have to be given equal opportunities for education and self-realisation.'* Netaji realized that political liberation did not guarantee freedom from economic and social oppression. Thus, in a letter that he penned to the legendary revolutionary Barin Ghosh, he wrote:

"The struggle for independence has as its aim the removal of the triple bondage of political, economic and social oppression.' So he urged the youth to work for the upliftment of women and to stand against social oppression.' Being highly impressed by the progressive developments in Soviet Russia brought about by socialist ideas, Bose declared in his presidential address at the third political conference in 1933: *'Free India will not be a land of capitalists, landlords, and caste. Free India will be a social and political democracy.*"

Like Vivekananda, Subhas too believed that education was indeed the panacea for all individual and social evils. Thus contemplating on the core problems of his Nation, Netaji too, like Narendranath emphatically insisted on the need to empower his fellow Countrymen with education. Both Swamiji and Netaji therefore identified illiteracy as a prime malady of the plaguing nation. Hence Netaji agreed with John Stuart Mill's opinion that democracy based on universal suffrage shall have to be preceded by universal education. Subhas therefore, as a true humanist and socialist, in particular advocated for the need of mass education for the people of India. In fact, in this context, Bose looked upon USSR, nation that put into effect a massive mass- educational reconstruction plan, as a model for future India. Also, with respect to primary education, Netaji was much inspired by the Kindergarten schools in Germany and Scandinavia along with ecoles maternelles of France and the nursery schools of England.

Both the Master and his Disciple, Swamiji and Netaji were indeed proud of their beloved Motherland's past heritage. However, that said, they were by no means oblivious to the ills that had subsequently crept into the society down the ages. Netaji was indeed inspired by the overwhelming success of Socialism in USSR in mitigating the predominant social evils such as illiteracy, poverty and the likes. He therefore looked forward to the Russian model of Socialism in so as its developmental and social reconstruction programmes were concerned. Subhas's political ideology was based on the principles of Socialism. He was in deed a Socialist and throughout his political life strongly advocated for the need of social reconstruction based on socialist lines. In that sense, he looked upon Soviet Russia. However, that said Bose never appreciated the dogmatic approach of the Soviet system which equated man with machine. On the contrary Netaji, like his spiritual mentor Swamiji that human being is, in reality, an embodiment or manifestation of Brahman- the Supreme Soul.

Netaji Bose, therefore, strongly felt that India

must evolve her own path and model- a path based on the core precepts of Indianness- inspired by her own rich cultural and spiritual legacy for achieving a socialistic character. That Bose's notion of Socialism was not modelled upon the Soviet brand of Socialism, but he derived his idea of Socialism from Swami Vivekananda's ideal of Socialism that was firmly rooted on the principles of Daridra Narayan- Service to Mankind, serving God in Man: "Jeebey prem kore jei jon, shei jon shebichey Ishwar" - Service and salvation went hand in hand! Thus both Narendranath's as well as worthy manas putra Netaji's political and religious ideology had its foundation on value-based humanistic social condition, where equality of man and woman and non-discrimination on the basis of caste, creed or racial orientations would be ascertained. Swamiji had called out to his Countrymen: Oh my beloved Bharata, forget not your ideals..... every fellow Indian is my brother, be it ignorant, poor, outcaste or Brahmin...Oh Divine Mother, please eliminate my weakness and fill me with strength, make me a man."-Netaji as his worthy Spiritual Son rose to the call.

Netaji had appreciated the progressive and scientific ideas of Marxism and Communism and even desired to incorporate some of the Marxist ideas with respect to economic development, but had also out-rightly rejected the Marxist principle of over-emphasis on Materialism and nullification of God and Spirituality. According to Bose, Marxist principle of Dialectic Materialism and Godless Society was vehemently opposed to the Indian culture that had its roots in the deep spiritual legacy. In fact he went a step forward in proclaiming that Communism shall never thrive in India for its over-emphasis on Materialism and rejection of Religion and Spirituality. As Religion was the inspirer of Nationalism to Swamiji, so it was to Bose. As Narendranath strived to infuse into the hearts of the youth, a sense of pride in India's past, and an unwavering faith in her future along with indomitable self-esteem, so did our Netaji. Moreover, the harmony of all religions, which Shri Ramakrishna Paramahansa accomplished and practised in his life helped His Disciple Vivekananda to construct the fundamental idiom of his life. The ideal of 'Jata Math Tata Path' that Guru Ramakrishna preached laid the crux of Naren's (Narendranath) life-force. Netaji, in his turn drew inspiration from this ideal. Harmony of all religions and communal unity and toleration of all creeds moulded the spirit of National Consciousness of the New Bharata that he stood for. And this ideal formulated the bed-rock of the spirit of Nationalism of future India- the Nationalism advocated by Subhas, as he realized that *"Without this concept of harmony of religions and toleration of all creeds, the spirit of national consciousness could not have been build up in this country of ours full of diversities"*. Therefore, he said in more than one occasions- *"The foundation of the present freedom movement owes its origin to Swamiji's message. If India is to be free, it cannot be a land [es] specially of Hinduism or of Islam—it must be one united land of different religious communities inspired by the ideal of nationalism."*

And Bose practiced the ideals that he stood for as it was seen to have been incorporated in the Modus Operandi of Netaji during his tenure as the Supreme Commander of the Azad Hind Fauj. He constituted the policy-forming body of his Provincial Government with Lt. Col J.R. Bhonsle, Major P.K. Sahgal as Military Secretary, Lt. Col. Shah Nawaz Khan as Chief of General Staff, Major Habib ur Rahman as commandant of the

Officers' Training School and Lt. Col. A.C. Chatterji as head of enlightenment and culture. Therefore, it can be seen that the depth of the well of religious orientations was rendered insignifant in front of boundless ocean of patriotism that Netaji held beneath him. The fought as Indians and their National Identify as Indians, first and last, transcended all boundaries of religious discriminations. Though Netaji never brought religion into politics and his political philosophy transanded the boundaries of religious and communal dogmas, Subhas, the Man was deeply spiritual. Right from his early years, ever since, he came under direct influence of Swami Vivekananda, his outlook towards life changed and an overriding sense of disillusion and detachment towards all things material possessed him. Young Subhas therefore yearned for a superior ideal, upon which to construct his life. As he devoured books on Vivekananda, the thundering warrior-monk appeared before Subhas as a fully-drawn living personality and showed him the path of life- the ideal that he was searching for had been formulated!

Subsequently, from Vivekananda, he turned to the 'Guru' of his Master, Shri Ramakrishna Paramahansa as he himself recollects in his unfinished Autobiography, 'An Indian Pilgrim':- *"From Vivekananda I turned gradually to his master, Ramakrishna Paramahansa. Vivekananda had made speeches, written letters, and published books which were available to the layman. But Ramakrishna, who was almost an illiterate man, had done nothing of the kind. He had lived his life and had left it to others to explain it. Nevertheless, there were books or diaries published by his disciples which gave the essence of his teachings.... There was nothing new in his teaching, which is as old as Indian civilization itself, the Upanishads having taught thousands of years ago that through abandonment of worldly desires alone can immortal life be attained. The effectiveness of Ramakrishna's appeal lay, however, in the fact that he had practised what he preached and that... he had reached the acme of spiritual progress."*

Ramakrishna-Vivekananda literature triggered the spirit of Renunciation in young Subhas as he left his house and in his spiritual quest, set out in search of a Guru, as early as in 1914. Subsequently, Bose met Sami Brahmananda, the Manas Putra or spiritual son of Shri Ramakrishna, who was also the President of the Ramakrishna Math and Mission, in Varanasi. He advised Bose to go back as life had different plans ordained for him- he was destined to serve his Nation. In the influence of Ramakrishna and Vivekananda, whom he regarded as "two aspects of one indivisible personality," Netaji was indoctrinated in the highest ideals of Service to Mankind. Therefore, to Bose, the highest form of Service to Mankind was Service to the Nation. And, he treaded on the path of National service right forom when he assumed his office as the Chief Executive Officer of Calcutta Corporation. He was always, right from his boyhood days more than eager to volunteer selflessly in various kinds of social welfare services. 'Seva' was indeed the creed of his life.

Even in his early years in politics, in the year 1922, Subhas organized the relief work in North Bengal flood, which pleased even his political opponents. In 1924, on the occasion of his visit to Ramakrishna Mission Student's Home of Swami Nirvedananda, Bose gave out the following message: "I visited the Ramakrishna Mission Students' Home a few days ago and was exceedingly pleased with what I saw. Hostels of this kind are a crying necessity in a place like Calcutta... This institution deserves well of the Calcutta University and

in fact all who are interested in the welfare of the students. The fact that a serious attempt is made here to impart moral and religious instruction as also to make students live a good and pure life, is a further reason why I am interested in the success of this institution."

As per the reminiscences of Hari Vishnu Kamath, one of Netaji's close associates, during his two-month stay in Calcutta with Bose, he often saw his friend visit the Ramakrishna Mission Ashram in Calcutta and meditate in the dead of the night. Throughout his turbulent life, this 'Indian Pilgrim' carried a pocket Gita and the Rudraksha beads with him. Swami Abhedananda, another direct disciple of Ramakrishna is known to have expressed his desire to meet Bose and hen the meeting took place, only a few months prior to his death in the year 1939, the monk showered his blessings on the 'Saintly-Warrior'- "be thou victorious."

Narendra Narayan Chakra arty recalls Subhas's deep reverence for Shri Ramakrishna and Mata Thakurani Shri Shri Sarada Devi. Bose regarded 'Shri Shri Maa' (Sarada Devi) as the Sakti of Shri Ramakrishna, without whom His mission would not be fulfilled! Even before Bose left India in 1941, he sent his niece, Ila, to Dakshineshwar and asked her to offer prayers and bring him the sanctified flowers of the puja. Thus, prior to setting out on his Holy Mission, the greatest son of Mother India, sought the blessings of the Divine Mother Bhavatarini.

Even as Netaji, during his hectic days of war in Singapore, he formed an association with Swami Bhaswaranandaji, who was at that time the Head of Ramakrishna Mission, Singapore. As per the recollections of S.A. Ayer, Netaji, whenever he would find some time for himself out of his busy schedule, would often go to the Ramakrishna Mission and meditate in the dead of the night. Bose is known to have made generous contribution behind the establishment of an orphanage under the mission. Besides, he often participated in the Tithi Puja of Shri Shri Sarada Devi,

Thus, to Netaji Subhas Chandra Bose, India and Bengal were synonymous with Mother Durga, Kali and Shri Ramakrishna personified the Mother Divine. Ramakrishna-Vivekananda's influence on Netaji's life is therefore undeniable. In fact, Ramakrishna and Vivekananda came together to mould 'Subhas- the Man', into the future 'Netaji- the Saintly Revolutionary' that he was to become. Thus, as Swamiji called out for Men with capital 'M', with muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made, Netaji as his Manas Putra fitted himself into that mould with the courage of a General, devotion of a Bhakta and renunciation of an Ascetic.

THE TALE OF BLOOD

SOCIALISM - IN EYES OF VIVEKANANDA

PABRISHA DAS

For three years from 1890 - 1893, Swami Vivekananda roamed about the country; travelling and exploring. During these three years while travelling, Swami Vivekananda did not engaged himself in any kind of religious studies or any kind of religious activities. Rather-during these years, he tried to understand the condition of the people living in the country. He saw the poor condition of the people of the country striving in hunger. He was in real distress about what he saw. Swamiji expressed his deep distress in many moving letters to his friends and disciples about his deep condolences. In one of his letter from New York on 19th of November, 1894, he writes one of his Madras disciple, telling, " I do not believe in God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven! India is to be raised, the poor are to be fed, education is to be spread and the evil of the priest craft is to be removed. No priest craft, no social tyranny.! More bread, more opportunity for everybody." Providing only bread and education, doesn't makes an upliftment on the masses, but also restoration of their dignity as human beings is required for real upliftment. On another noteworthy letter to Haridas Viharidas Desai, he wrote that, " The real nation who live in cottage have forgotten their manhood, their individuality. Trodden under the foot of Hindu, Mussalman, or Christian, they have come to think that they are born to be trodden under the foot of everybody who has money enough in his pocket. They are to be given back their lost individuality". Swamiji expressed his anguish frustration clarifying that he is neither a metaphysician, no philosopher, and nor a saint. But he is poor and he loves the poor. He sees what others says about the poor of the country and how many really cares for them. On 1st November, 1896, on a letter to Mary Hale, one of his friend, Swamiji finally declared himself as a 'Socialist'. This declaration of him being a Socialist, was not

made with a sudden whim, but after much experience and deep thought. After several years, he clearly arrived at a conclusion that Socialism was the only answer to India's poverty and backwardness. But he wrote that, " I am a socialist not because I think it is a perfect system, but I believe half a loaf is better than no bread. The other systems have been tried and found wanting. Let this one be tried ". Swamiji believed that a time will come when the Shudras of the country will gain absolute supermacy in every society by being a Shudra itself, without changing their castes. Socialism, Nihilism and Anarchism and other like sects are the vanguard of the social revolution that is to be followed. By socialism Swamiji actually meant a pattern of life in which the individual act freely aid spiritually for the good of whole society. His Vedāntic socialism, rest on the climate of change he wanted to bring about in Indian life, conduct and character. A very practical man, Swami Vivekananda believed that the service to mankind should be selfless as service to mankind was service to God. In just 39 years of age, 14 of which were in public life, he filled our country with a thought whose energy is still felt today with the real fandom.
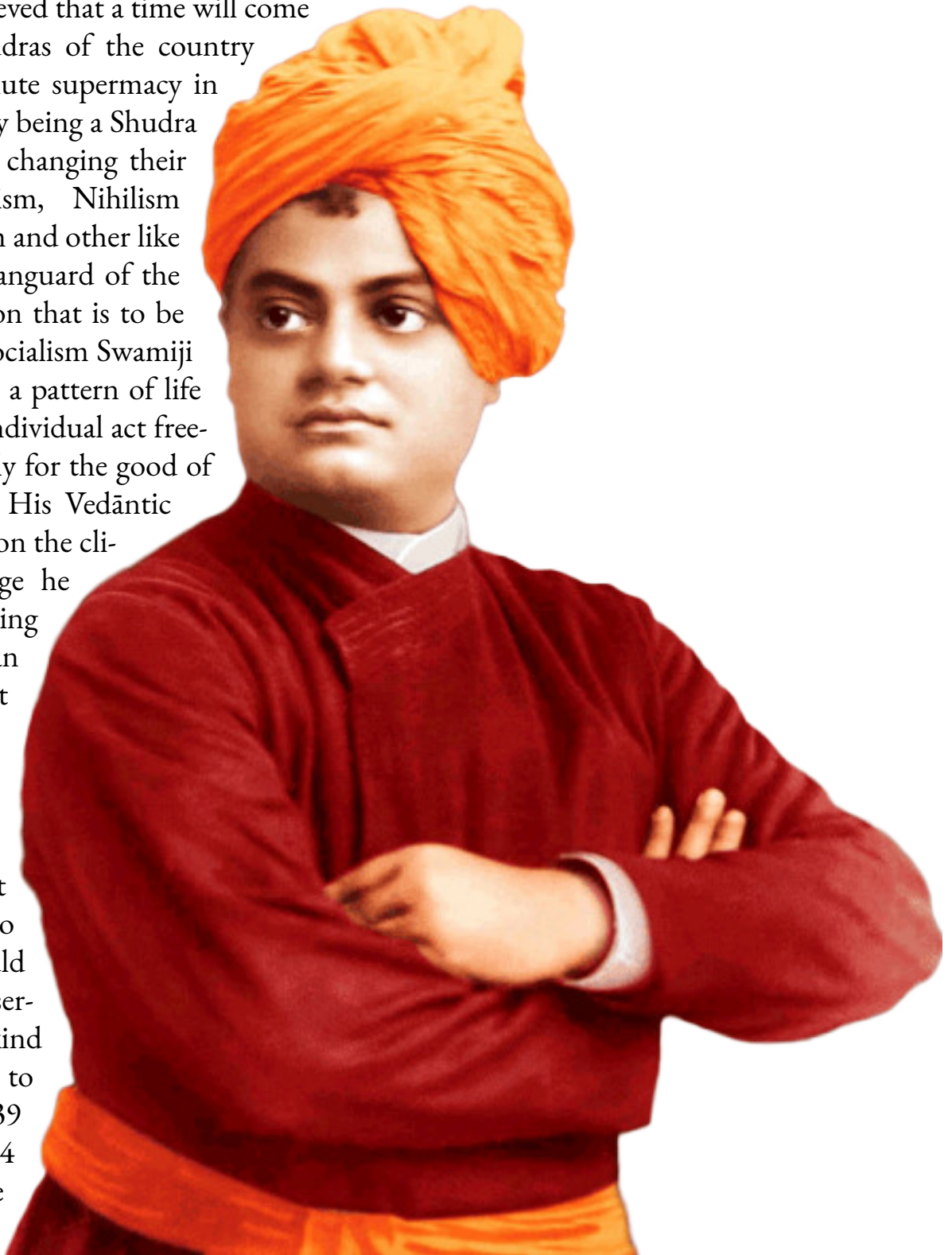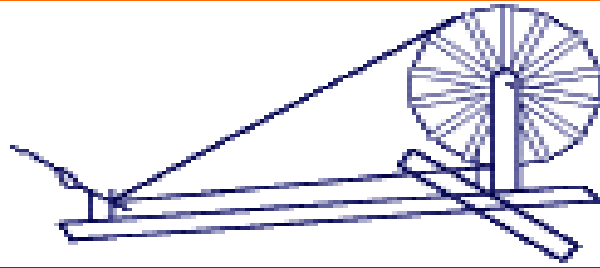
THE LOST FIGHTERS

RATUL SENGUPTA

"This is the best place in Kolkata to search for any random topic you want," said to himself retired officer Binayak Basu searching for a book in the Alipore National Library. Binayak Basu is a retired officer from the Information and Cultural Department Government of West Bengal. During his service tenure, he arranged many cultural events all around the state which portrays Bengal's rich culture along with the life and achievements of those people who had served during India's Independence. In fact in his department he was tagged as "The Man Who Runs To Serve Our Culture". Though after retirement,Mr. Basu felt that "There is always some unknown side of the known!" and because of this thought he has started his new venture on "The Unknown of the Known India". After learning about the name of the book the next reaction from Mr Basu's old pal and colleague Ramesh Bhat was " In this era of 5G, who would take the pain to buy your book and read it and that too a book on history! Believe it or not! History is far away from today's generation,all your efforts will just go in vain", "My Book would be read by all,because I won't speak of dates or just raw facts,I would narrate them a story, a Real Life Story" replied Mr Basu with a firm voice. But there was a problem which he very well understood, that to narrate a story from the real life,he has to digest it himself first to his best! And that's the reason,10 days has passed since Mr Basu had taken the membership of the Alipore National Library. Everyday,from 10 AM to 5 PM , Mr Basu spends his time in National Library searching books and articles on his topic, make notes on it and at night,frame out stories from the notes he had jotted down.Everything was fine for him when one day, Mr Basu met his friend Mr Bhat in bazar, Mr Bhat asked "Stories of which freedom fighters are you including in your book?" "Why? The prominent ones... See I know there were many who had fought

for our freedom struggle but,this is the truth that their contribution is insignificant, in front of those high stature fighters whom we know!"said Mr Basu,Mr Bhat stared at his old friend and said, " It would have been better if you had named your book The Known Indians" with this,Mr Bhat left! This time Binayak could not place a reply with facts and logic,he just felt " Was he missing something?" As days passed ,Binayak got more engrossed in his work. Usually Binayak enters Library at around 10 AM and winds up at near about 5 PM, but when life takes a turning point, then things don't occur in the exact order it happens everyday. That day, Binayak was already a bit late, the reason was quite simple,the notes that were supposed to be prepared from a book took more time than expected. As he walked out, the dark sky was slowly putting down her curtains. Binayak walked up fast, as he was moving past a lane he noticed an insignificant poster pasted on the wall beside. It was not an ordinary poster,rather it was an announcement, it stated "REWARD 10,000 INDIAN RUPPESS, Reward for capture dead or alive one of the most wanted criminals and anti-social GOPINATH SAHA, Age 18 Height...Weight... Dead or Alive" The last few lines were not clearly visible,as the poster looked old and had worn out as its faded colour very well signified the same. But something was not usual with it, "Gopinath Saha dead or alive" Binayak mumbled the lines as if they were very familiar to him. "Excuse me sir, are you waiting for someone?" The words,as if brought back Binayak from his trans,he looked back and saw, that a boy of age near about 18 not in the best of his attire but with an impressive eye had asked the question. Binayak could have ignored him,but those eyes had some mesmerizing power which compelled Binayak to reply " No actually, I was going through this worn out poster" Binayak noticed a smile on the edge of the boy's lips,he said" Oh this! Poor lad, no one can say,when and where,situation takes such a drastic turn that within a minute all your close ones will move out and you will be left with nothing just utter darkness"Binayak felt a strong pain in his words,but does he know this boy,he asked "Do you know him?And what situation are you talking about?",the boy replied " Sir, Gopinath was born in Serampore on 16th December 1905,he was "Binayak could very well understand that two liner conversation has taken the form of a story,Binayak couldn't resist,the boy continued"...a restless guy from his very childhood,from a very small age he started learning various self defense techniques,the best thing was, he had easily adapted many such fighting skills and knew to use almost all sorts of arms and ammunition, later he started training some volunteers to be self dependent,things were moving on track,when the mishap happened,which changed everything" ,"What mishap?" asked Binayak,but when he turned,he was shocked,-because there was no one to answer,the boy had as if vanished in air! Binayak even hadn't noticed that he was so engrossed that he had moved on from his previous place,Binayak could not make out his exact location,he was in the midst of a lane, he was helplessly looking for help, Binayak looked up,the sky which presented the picture of an overcast sky, signaling an attack from above,having no way out,Binayak started walking in an aimless direction, after moving a few steps Binayak noticed a man...rather a young boy," Oh at last I found someone to help" said Binayak to himself, "Excuse me, hello!" shouted Binayak, "Can you help me out, I am lost in this place, I want to go to Santosh Mitra Lane, can you

guide me the correct way out from here?" asked Binayak when he reached near," Yes sure!"said the boy,Binayak noticed that the boy was wearing a white shirt and a white dhoti,he had an old fashioned specs and a thick layer of a moustache, the boy seemed to be of the age somewhere around 20-25,in totality which depicted signs of a highly matured and tough person! " Who wears a dhoti standing in this 21st century?" Binayak thought and smiled,the boy said " Sir, my name is Santosh, I would guide you the way out of this place,even I am heading towards Santosh Mitra,so it would be nice to have a companion" Binayak just smiled in reply and started following him. The boy took Binayak through this lane,that lane,meanwhile they were both quiet, after sometime, that boy suddenly asked " Sir, have you heard the name of Santosh Kumar Mitra?", Binayak was in a fix , so he didn't reply? Might be because to start a conversation the boy started narrating a story,Binayak was busy in some other thought but somewhere he was listening to the story too, the boy said Mitra was born in a middle class kaystha family on 15 August 1900 in Kolkata.He passed matriculation from Hindu School, Kolkata in 1915 and became graduate from the University of Calcutta in 1919. During the period 1921–22, he completed his M.A and LL.B. From his college days he had a very close friend Subhas who had the same mentality and spirit as far as their feelings for their motherland was concerned. I guess you are getting where the story is heading towards, however,Mitra joined the Indian National Congress. He founded the Swaraj Sevak Sangha and was attached with Hooghly Vidya Mandir which was headed by Bhupati Majumder, one of the Jugantar Leaders in 1922. He organised a Socialist conference in Kolkata under the presidency of Jawaharlal Nehru. After the suspension of Non-cooperation movement Mitra shifted to the extremist movement in the struggle for Independence. He was later charged with Shankharitola Murder Case and arrested in 1923.Actually the day which changed everything came years later in 1931. During those days all freedom fighters and extremists were arrested by the British Police and imprisoned at Alipore Central Jail. But during those days as the fight for India's independence was at its peak the Alipore Central Jail was already filled up and there was no additional space to accommodate any one. So to adjust the rest of the freedom fighters britishers decided to make another Detention Camp outside Calcutta in a place called Hijli and the camp was named Hijli Detention Camp. It was the worst place both in terms of hygiene and environment. So Mitra and another freedom fighter Tarakeswar Sengupta were sent to the Hijli Detention Camp on the charge of some murder. But that day, 16 September 1931 was here. On that day, I don't know the exact reason but there was some sort of agitation amongst the detainees of the Camp. To bring situation under control and irritated with the agitation British police started opening fire on the unarmed detainees. To resist the action the moment Mitra and Sengupta came in front of the police they were shot and within a minute son of a middle class father Durga Charan Mitra who was among the many "detenu' kept in Bengal jail for years and a freedom fighter along with his cell mate Tarakeswar sengupta laid down their lives for their motherland. Just for no reason,for no reason! The last words as if echoed from all around ,after that there was complete silence. Binayak had gone into a trans, when he came to his senses he noticed there was no one beside him. "Where had that boy gone?" Binay-

ak was standing amidst a dark lane, eerie pitch black. Gradually Binayak felt as if the entire darkness was going to engulf him. He shouted out in fear " Hello! Is there anyone here? Hello, Can any one hear me? "No response, Binayak was moving blind in the dark here and there just to find a helping hand. His voice was getting choked. He felt that now it was not just the silence, some whispers were coming to his ears.Whispers from all around, he felt he was standing in the middle of some invisible crowd and everyone is speaking something addressed to him! Now he could hear clearly someone saying," Did you hear our stories?"the next moment from the other end another voice said" Even we wanted help, but we too were left alone", another voice charged " What had we done that the country left us in utter darkness" Binayak was sweating, fear struck he shouted " Who are you all? Who!" he could barely speak up,but still the reply came but not a single reply, several voices replied from all over the way " I am Gopinath Saha, the young fighter who was hanged at a young age because I tried to assasinate British Officer Charles Tegart and whose memory is itself now a history", "I am Santosh Kumar Mitra, whom this country had erased out from its history", Binayak understood that the invisible speakers were no one but the UNSUNG HEROES of OUR NATION,whose contributions were left out in utter darkness by us and there was no one to bring their memories in front of our countrymen and perhaps because of this Gopinath Saha and Santosh Kumar Mitra tried to narrate their stories to me,but even then I was reluctant to hear their stories, even I rejected them just like other country men did and so they left! All these thoughts flashed up within a second in Binayak's mind! Binayak was feeling as if just like these unsung heroes even he was going to be rejected by his country,his friends,his fellow mates. He felt even his contributions to the society might become null and void. The thought that he was standing in a "No Mans Land" started becoming firm in his mind! Binayak couldn't think anymore,he started running in the dark, he could hear " Do you remember Batukeshwar Dutt?"" Do you remember Durga Bhabi,Rani Gaidinliu,Ram Prasad Bismil,Potti Sreeramulu,Peer Ali Khan,Begum Hazrat Mahal,Bhikaji Cama?""Do you remember Pingali venkayya? Suddenly Binayak felt, out of all these someone was calling out his name,very faint. Binayak's ears were banging now he was running aimlessly when suddenly he tumbled upon something and fell.He could feel that he was holding something, at the same time he could now hear clearly, someone was calling out his name,Binayak was totally exhausted still with his left over strength he looked up and saw the thing he was holding .He noticed he was holding the Indian National Flag firm in his hands. Binayak felt a shudder and he opened his eyes. He could see a very familiar scene in front of him, Bookshelf, desks. "Mr Basu, wake up, the library is closed now,we need to leave" It was the Librarian Mr Binoy Das. Binayak took some minutes to understand what had exactly happened,the answer came from the librarian Mr Das, " I guess you are working late night on your book, and so while reading you slept. Its me who found you sleeping here and so called you, otherwise you would had been locked up here for a day.Are you all right now?" Binayak was not in a state to answer,still he nodded his head and said " Yes". A month later, when in a talk show for best seller book author Binayak Basu was invited for a grand success of his book "The Known Indians"he was asked a question by the host

" In your book,you have spoken about many unsung freedom fighters but still your book titles the Known Indians, does that not create a controversy between the title and the content?To this Binayak smiled and said " Unsung, I guess this word is said in the perspective of someone. We mark someone as an UNSUNG PERSON, or rather a LEFT OUT PERSON. During the time when this fight for our Independence was going on, no one had figured out that these people will participate in the fight,it was a mass movement, a mass struggle,starting from a 18 year old young boy to a 80 year old man, from a roadside hawker to a rich businessman everyone wanted to free their motherland and so they fought. They fought in their own way,within their own limits, but still they fought and so they are freedom fighters! But now the situation is, we have figured out some people as our Freedom Fighters ,but the rest are left out! Their contribution did not find a place in the history of our country's freedom struggle and nor did they manage any place in our heart. They were left out in utter darkness in sheer oblivion just because they were marked as " Unsung Heroes" Don't you feel that this is another type of discrimination! At least I tried to bring them in the limelight a midst all our known freedom fighters!" Binayak earned the applaud and appreciation that day. Just after the talk show, Binayak's mobile rang up , the name flashed " Ramesh Bhat", Binayak picked up the call and heard that familiar heart warming voice" So Mister, I guess now you have understood why a month back I suggested you the name " The Known Indians"?"Binayak with his signature jolly voice replied " Of-course I did!"

"...from danger and certain death.
These unsung heroes don't want medals,
glory or even fame.
In fact, most would walk away afterwards,
without anyone ever knowing their name.
It is not that they feel guilty.
They just feel that they haven't done anything that is special..."

(an extract from the poem "Unsung Heroes" by David Harris)

স্বামীজি নিয়ে কিছু অজানা কাহিনী, চিঠি, গল্প, তথ্য

SNEHOJIT ROY MITRA · পর্ব ২

স্বামীজি নিয়ে আগের পর্বটি আশা করি সবার ভাল লেগেছে, আগের পর্বে একটি চিঠি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত স্বামিজির চিন্তা ভাবনা কি ছিল তা নিয়ে আলচোনা করেছি। এই পর্বে আমরা স্বামীজি মা সংক্রান্ত তথা " ভুবনেশ্বরী দেবী" কে নিয়ে আলোচনা করবো। ১৯০২ সালের ৪ ঠা জুলাইএর পর প্রায় একটা শতাব্দী এবং কয়েক দশক আতিক্রম করে যে কথা স্বীকার করতে হবে সেইটি হল বিবেকানন্দের গর্ভধারিণী সম্পর্কে জানা যায় না। ভুবনেশ্বরী দেবী এর গোটা দুয়েক আলোকচিত্র আছে, যার একটি জগতবিখ্যাত পুত্রের বিদেশিনি আনুরাগিণীরা জননীর দেহত্যাগের আগে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার দিয়ে তুলিয়েছিলেন। শকাহতা সন্তানহারা জননী এর একটি অস্পষ্ট ছবি যা শোক সংবাদ হিসেবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাগজে বেড়িয়ে ছিল। যেমন মা তার সেইরকম জগৎবিখ্যাত পুত্র। মা এর অবস্থা কেমন ছিল সেইটা আমরা জেনে নিই। ভুবনেশ্বরী দেবী এর জন্ম ১.০৮. ১৮৪৯ সনে। মা ছিলেন রঘুমনি বসু এবং পিতা নন্দলাল বসু এর একমাত্র সন্তান। এই বংশ সাধারণভাবে "কুঞ্জ বিহারী বংশ" নামে পরিচিত। মাত্র দশ বছর বয়সে ভুবনেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। এরপর, তার পরপর দুই সন্তান পুত্র মাত্র ৮মাস এবং কন্যা মাত্র আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন। এরপর পরপর তিনটি কন্যা সন্তানের পর জগদ্বিখ্যাত পুত্র স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তিনিও মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন বেঁচে ছিলেন। পুরনো দিনের সেই মহিলা যিনি নাকি ইংলিশ বলতে পারতেন বলে জানতে পারা যায়। একসময়, পাদরী মেম মাস্টারনি রেখে ইংরেজি শিখেছিলেন। প্রথমে এর দিকে নরেন্দ্রনাথ এর বিদেশি এবং ম্লেচ্ছ ভাষার প্রতি ঘৃনা ছিল, কিন্তু মা নিজে আদরের ছেলেকে ইংরেজি শেখানোর দায়িত্ব নেন।ভুবনেশ্বরী দেবী বয়সকালে মৃত্যুর দিন কতক আগে পর্যন্ত দুপুরবেলা এবং রাত্রে বেলা নিয়মিত বই পড়তেন। এই মায়ের কথা মাথায় রেখে স্বামীজি জোর গলায় বলতে পেরেছিলেন, "যে মাকে সত্য সত্য পুজো করতে পারেনা, সে কখনই বড় হতে পারে না।" গর্ভধারিণী মায়ের আর একটা দিক বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। তার সংযম শক্তি- "মা একবার সুদীর্ঘ ১৪ দিন উপবাসে কাটিয়েছিলেন কিন্তু ছেলেও কম যাননি চিকিৎসকের নির্দেশে ২১ দিন জল না খেয়ে সবাইকে বিস্মিত করেছেন।" তাঁর স্মরণশক্তি অতি বিখ্যাত ছিল গান ও কবিতা একবার শুনলেই মনে রাখতে পারতো। এই স্মরনশক্তি নরেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ দুজনেই পেয়েছিলেন। "স্বামীজি ও আমি জে ছড়া বলিয়া থাকি সে সকলের আধিকাংশ পূজনীয়া মাতার নিকট হইতে শুনিয়াছি।" মহেন্দ্রনাথের বিশেষ বক্তব্য ঃ- 'একদিনে বিবেকানন্দ হয়না, বংশের পরিণতিতে বিবেকানন্দ হয়।"

এবার জীবনের কঠিনতম দিকে কিভাবে তিনি যাপন করেন সেইটা নিয়ে বলি। স্বামীজির দেহত্যাগ (১৯০৪) এর পরেও প্রায় এক দশক বেঁচে ছিলেন। সন্তানের দুঃখ আছেই তারওপর প্রায় একই সময়ে জটিল মামলায় ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার অবস্থা সেই অবস্থায় রোজগার ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যখন স্বামীজি দেহ রাখেন তার একদশক বাদে ২৫ জুলাই ১৯১১ সালে কলকাতায় মেনিনজাইটিস রোগে তিনি দেহ রাখেন। তার শেষকৃত্যের সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও সিস্টার নিবেদিতা। কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন তখন মার্কিন দেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে। সবচেয়ে অবাক বিষয়টি হলো, শেষ জীবন পর্যন্ত ভুবনেশ্বরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয় জননী রঘুমণি দেবী। জানা যায় নাকি আদরের কন্যা আর মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রঘু বনির দেহাবসান হয়। ভাবুন খালি, "৪৯ বছর বয়সে হটাৎ স্বামীর মৃত্যু, সাতটি সন্তানের হৃদয়বিদারক অকাল মৃত্যু, বিশেষত এক কন্যার আত্মহত্যা এবং সর্বোপরি জগদ্বিখ্যাত পত্রের অকাল মৃত্যু।" তাই পরিশেষে স্বামীজির সেই বিখ্যাত বাণী "যে আপনার মাকে ভাত দেয়না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?"

আশা করি ভাল লাগলো,
পর্ব ৩ খুব শিগগিরই, পরবর্তী সংখ্যায়।

তথ্যসুত্রঃ-

১। যুগ নায়ক বিবেকানন্দ(১ এবং ৩)
২। সপ্ত জননীর অমৃত কথা- শঙ্কর

চিত্রকলা

"Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Jayesh Jangid**

FORWARD

"Drawing of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Titlee Sengupta**

FORWARD

"Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Doyel Pramanick**

“Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose”

By **Rashmi Pyne**

"Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Debjeet Mukherjee**

“Digital Illustration of Netaji Subhas Chandra Bose”

By **Asif Rahaman**

"Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Raahi**

“Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose”

By **Titlee Sengupta**
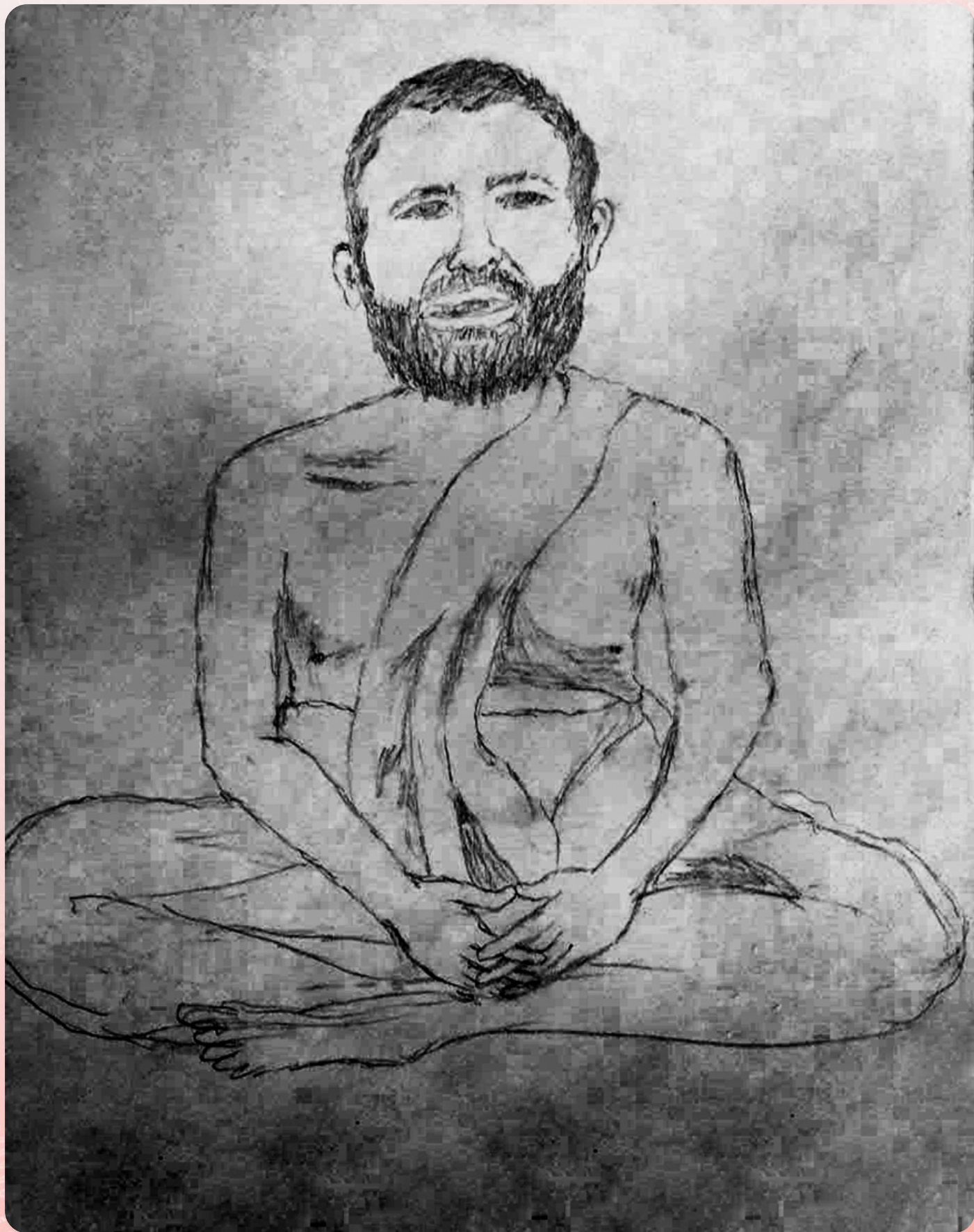
“Portrait of Ramakrishna Paramahansa”

By **Anoushka Ghosh**

"Digital Illustration of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Swaprova Basu**
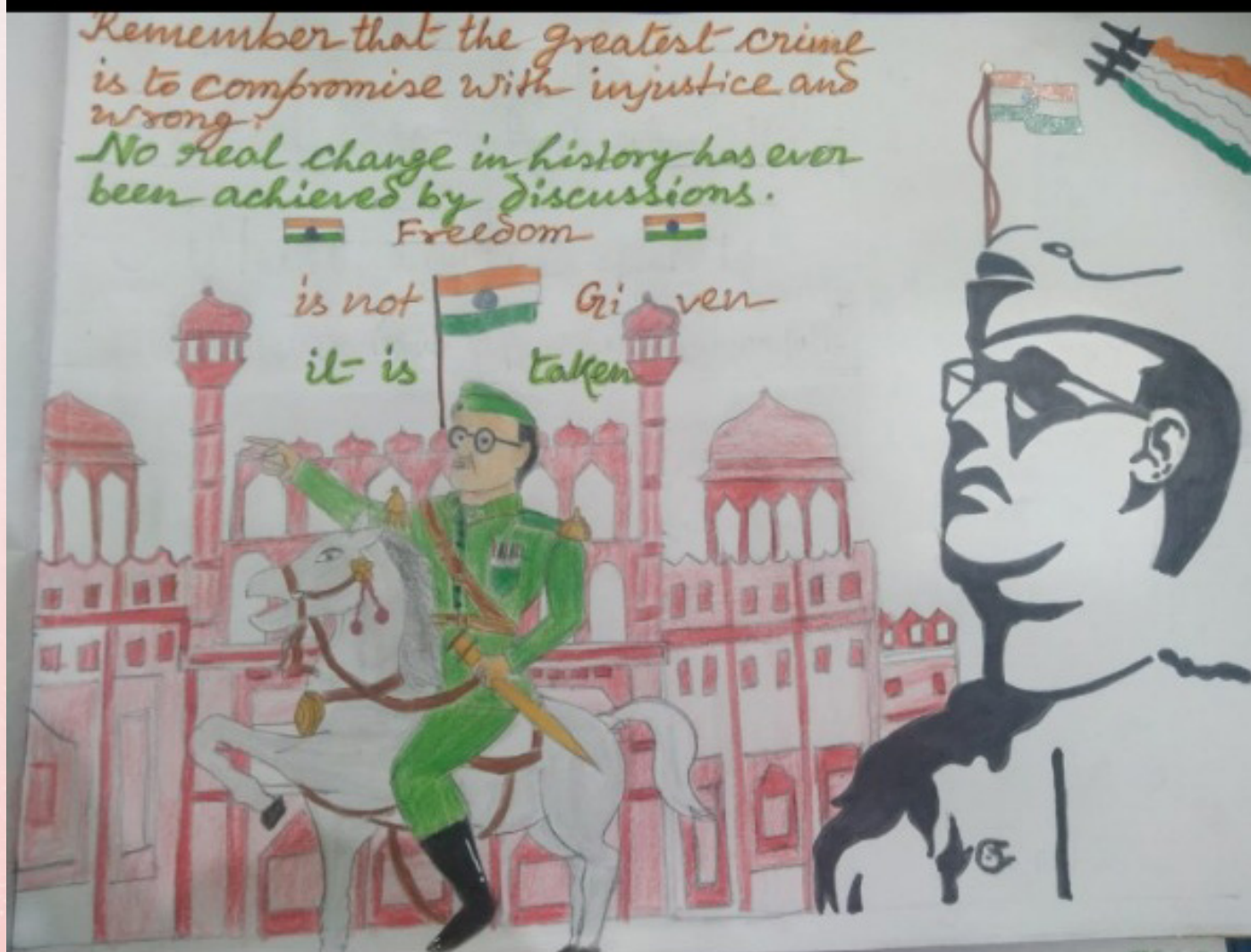
“Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose”

By **Sohan Hazra**

"Portrait of Netaji Subhas Chandra Bose"

By **Ritika Roy Chowdhury**

কলাক্ষেত্র

A COUNTRY

Anoushka Ghosh

There was a time
among the seven continents
a golden country existed
very much prominent.

Here guests equal God,
reason being birthplace to the Divinity But
less that did the people know
that they were in jeopardy.

Many say the guests were civilised.
Not knowing the Doctrine by Dalhousie;
Oh! The Jallianwala Bagh !
What a beautiful civilised's treaty!!
(Sarcasm)

The harsh acts, the cruel laws,
people hanged by some company Slowly
and gradually,
they became the country's biggest enemy.

"Ahimsa prevails!" with this quote came in an self-proclaimed person.
Went ahead with "dominion status" and "compromise",
And sent countrymen to fight for the company
By his assertion.

Passive were the countrymen's protests,
but this seemed not much effective,
to the cellular jail's torture.
And this lead to a new perspective.

"Freedom is taken, not given!"
said the God-seeming Liberator with his entry;
With his large army and fortitude,
He made the enemy go in a frenzy.

Although the War had to end,
the world saw the power of 43,000 tigers,
With British-Indian soldiers supporting the army,
The company broke down as losers.

At last came the freedom.
With immense shedding of blood.
Tell me if its possible,
To make this country again a Golden Bird?
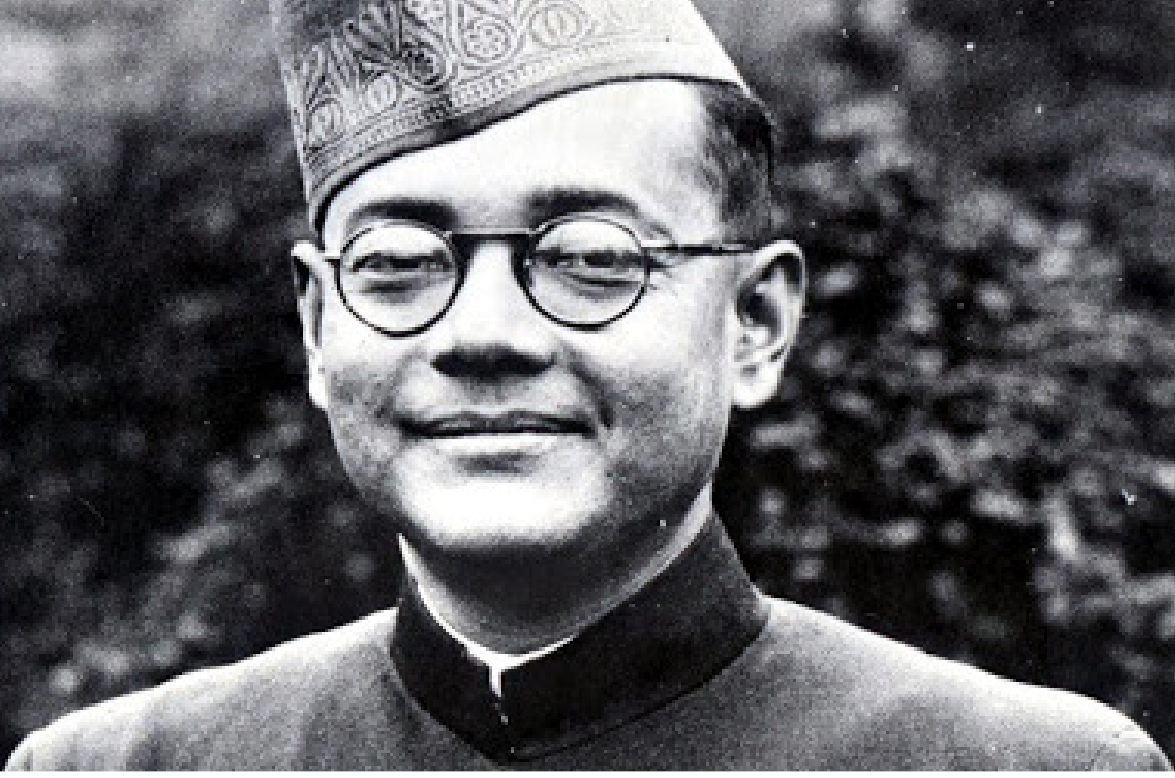
রাজনৈতিক অবস্থানে সুভাষচন্দ্র।

RICHIK BHATTACHARJEE

সুভাষচন্দ্র বসু,আমাদের নেতাজী এক অসামান্য তেজদীপ্ত পুরুষ যার অবদান স্বাধীন ভারতের জন্মগ্রহণের জন্য অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পূর্ণতার জন্য যিনি তার জীবনের কোনো অঙ্গীকারকেই হার মানাতে শেখেননি। তার জীবনের লক্ষ্য ছিল একটাই, "স্বাধীনতা" । মোতিলাল নেহেরুর দ্বারা পেশ করা স্বরাজ গঠিত না হলেও ডোমিনিওন স্ট্যাটাসের মর্যাদা হিসেবে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ছাড়পত্র দিক, এই প্রস্তাবেও নিমরাজি ছিলেন দুই বারের কংগ্রেস সভাপতি।।

স্বাধীনতা তার জীবনের একমাত্র উপলক্ষ ছিল এই নিয়ে কারুর দ্বিমত থাকার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারেনা।কিন্তু যে জিনিসটা নিয়ে মানুষের কৌতুহলএবং সন্দেহ ক্রমশ প্রকাশ পেয়েছে সেটা হল সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক অবস্থান।। ইদানীং কালে সেটা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই নিয়ে একটা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তাটা গুরুতর।

সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিশাল মাপের একটা মানুষকে সম্পূর্ণ বুঝে যাওয়ার ক্ষমতা বা দুঃসাহস কোনোটাই আমি করিনা।

রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটলেও সুভাষচন্দ্র কোনো একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতামতের সাথে জড়িত ছিলেননা।তিনি ভারতের স্বাধীনতাটাকেই জীবনের ব্রত করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যই আই. সি. এস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েও সরকারের পক্ষে কাজ থেকে বিরত থাকলেন।। দেশে পদার্পনের পর তার রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝলেন যে রাজনিতীর বাইরে থেকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়া যাবে না।। সেই শুরু তার অমোঘ যাত্রা। কংগ্রেস, স্বরাজ দল এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, সুভাষের জীবনের তিন প্রধান রাজনৈতিক কর্মস্থল।। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্যের জীবন তার, ভারতের প্রত্যেকটা দলের থেকেই তিনি ব্রাত্য এবং প্রবঞ্চিত।।

প্রথমেই আসি কংগ্রেসের কথায়, তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন ১৯২১ থেকে মোটামুটি ১৯৩৯ সাল অব্দি।।কিন্তু দেশবন্ধুর আমল থেকেই তিনি তার সাধারণত্ব,দয়ালূ এবং নির্লোভী হবার জন্য প্রথম থেকেই জাতীয় স্তরে তিনি সফলতার সাথে দেশীয় নেতা হিসেবে যোগ্যতা পান।। কিন্তু এটা ভারতবর্ষ, এখানে নিঃস্বার্থতার জায়গাটা খুবই কঠিন।। এটাই শুরু হতে থাকে সুভাষের জীবনে।। তিনি গান্ধীজী সমেত উঁচু স্তরের কংগ্রেস নেতাদের চক্ষুশূল হতে থাকেন এবং এই জন্যই দলে থেকেও তিনি যেন দ্বীপান্তর থাকলেন।। যার ফলে ত্রিপুরীতে পট্টভী সীতারামাইয়ার ওপর তার জেতাটাকেও গান্ধীজী সমেত সবাই কটাক্ষ করে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।। এবং বিদেশে

থাকাকালীনও তাকে নেহেরুর প্রধান বিরোধী হতে হয়।। এবং সেই শুরু নেহেরু তাকে ভারত থেকে ব্রাত্য করতে উঠেপড়ে লাগায় তার সাজানো প্লেন ক্র্যাশটাকে সত্যি করতে তার উত্তরসূরিকেও লেলিয়ে দেন। এসব বিস্তর যাবার প্রয়োজন হয়তো নেই।। নেতাজীর জন্যই যে ব্রিটিশ ভারতত্যাগ করে খোদ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি যখন বলে সেটাও নাকচ করে নেহেরু নিজের আধিপত্য বিস্তার করে এবং একথা ব্রমহ সত্য যে নেতাজী থাকলেই আজকের এই খন্ডিত ভারত হত না এবং গদিলোভীরা ভারতকে নষ্ট করত না।। পরবর্তীতে তাই নিজের ভুল স্বীকার করে গান্ধী সুভাষকে দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেমিক বলেন।। তাই যে কংগ্রেস তাকে ব্রাত্য এবং অপমানে ভরিয়ে দিয়েছিল তাদের প্রধানদের নিজের আজাদ হিন্দ ফৌজে প্রাধান্য দিয়েছিল। এটাই সুভাষচন্দ্র, নিঃস্বার্থতার প্রতীক ।।

এইবার আসি বামপন্থায় বিশ্বাসীদের ওপর ।। নেতাজী এবং নেহেরুই একমাত্র কংগ্রেসে থাকাকালীনই বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন।। পরে সুভাষ ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করলে, সেটিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণে থেকে বামপন্থীকে মান্যতা দেন।। এবং যার জন্যে তখন বামপন্থীদের প্রবল আস্থাভাজন হয়ে পড়েন সুভাষ।। এবং ১৯২৪ সালে বামপন্থীদের প্রধান আখড়া রাশিয়া থেকে লেনিনের আমন্ত্রণ পান তরুণ সুভাষ এবং দেশবন্ধু যদিও সেটা পাননি।। পরে তিনি বিদেশে যখন পালিয়ে যান ১৯৪১ সালে তিনি রাশিয়ার সাহায্য চান ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় কিন্তু সেটা না করায় তিনি বাধ্য হয় জার্মানির সাহায্য নেন এবং ঠিক তখনই রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ থাকার ফলে নেতাজী বামপন্থীদের ও চক্ষুশূল হন এবং জাপানের সাথে নেতাজী হাত মেলালে ভারতে কমিউনিস্টের মুখপাত্র "পিপলস ওয়ার"-এ নেতাজীকে "তোজোর কুকুর", "কুইসলিং", প্রভৃতি কটুক্তি করে।। এবং তাই নেতাজী বলেন ভারতে কমিউনিজম কখনই সম্পূর্ণ সফল হবেনা।। কিন্তু পরবর্তীকালে প্লেন ক্র্যাশের ফাঁদে তিনি রাশিয়াতে কমিউনিস্ট স্টালিন এবং লাল চিনে মাওকেও সাহায্য করেন, এরকম তথ্যও পাওয়া যায়। তাই সমাজতন্ত্রে পুরোপুরি বিশ্বাসী হলেও কমিউনিজমকে তিনি কখনই ভারতে সমাধান হিসেবে দেখতে চাননি।। বামপন্থায় বিশ্বাসী হলেও তিনি অন্ধবিশ্বাস করেননি এবং ভারতের স্বাধীনতাটাকেই তিনি পূর্ণতার প্রচেষ্টায় জীবন ব্যতীত করেন।। এবং এই জন্য কমিউনিস্টদের চক্ষুশূল ও তিনি হন।।

এবং সর্বশেষ হল ভারতে হিন্দুত্ববাদী এবং হিন্দু মহাসভার নেতাজী সংস্পর্শ নিয়ে।। নেতাজী দেশে থাকাকালীন দেশ থেকে মহানিস্ক্রমণের সময়ে তিনি আর. এস. এস এবং সহাসভার পুরাধাপুরুষ বীর দামোদর সাভারকরের সাথে আলোচনা করেন।। জাপানে নেতাজী-র সাথে পরিচয় হবার পর মহানায়ক রাসবিহারী বসুও সাভারকরের গুণগান করেন।। কিন্তু নেতাজী পরে বলেন যে আই. এন. এ-তে যে হিন্দু মহাসভার ধর্মের সাথে রাজনিতীর তীব্র নিন্দা করে তাদেরকে ভারতের অভিশাপ হলেও অভিহিত করেন।। এবং এই হিন্দু মহাসভার মুখপাত্রও একবার ১৯৩৮ সালে নেতাজিকে নিয়ে একটি কার্টুন আঁকা হয় যেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সাভারকর নেতাজী, গান্ধীজী সমেত কংগ্রেসের নেতৃত্ববিন্দকে দশানন বলে কটাক্ষ করেন।। এবং শ্যামাপ্রসাদ পরবর্তীতে নেতাজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের সযয়ে বলেন "সুভাষবাবু থাকলে হিন্দু রাজ্য হবে না। " এটা থেকে প্রমাণিত হয়ে নির্লোভ সুভাষ কারুর সাথে কখনই আপোষ করেনি এবং কখনো সাম্প্রদায়িকতা মনোভাব আনেননি এবং যারা করেছিল তাদেরও বিরুদ্ধে তিনি গেছিলেন।। এখানেই তার মাহাত্ম্য এবং তার মহানুভবতা।। যার জন্য তিনি আই. এন. এ-র নেতৃত্বে জি.এস. ধিলোন, শাহনওয়াজ খান আর কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি যেটা ভারতের প্রধান তিন ধর্মালম্বীর চিনহ।। অর এখানেই নেতাজী-র জয়।

ভারতের প্রধান তিন মতাদর্শের সাথে নেতাজীর এই সংস্পর্শ তাকে রাজনৈতিক নেতার উপরেও দেশসেবক এবং নিঃস্বার্থ এবং ভারতের বলতে গেলে শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে পাই। তরুণদের উদ্বুদ্ধ তিনি করতে পেরেছেন তো তিনি তার এই মনোভাবের জন্যই।

BEAUTY OF BHARAT MATA

Subhodeep Ray

The rays arose above the Horizon ... From a charming red center !
The mountain stood high and yet this shining body far above ...
The diamond of knowledge adorned in the crown of calmness !
A soothing water flowing over the weary heart ... Making it relax !
It was the Holy feet water of Her ...
Whose one touch would certainly make one proud of being a refuge of those feet !
A garden of roses she carried in Her bossom ... Who sat on the way high above the thorns ..., spreading the wondrous aroma all about !
How can I even pretend to define Her beauty ... What I saw , I could never speak !
If I take words, sentences would fall short to sing Her glory ...
If I take , flowers, lotus will fall at Her feet to smell the sweet aroma of knowledge , she bears ...
If I take water, the Holy Ganges will flow from Her head, representing Her calming nature ...
What Can I a little boy speak of Her ... !
How can I thank Her enough for providing me shelter at Her Feet .... !!
Aha... She is the Mother beholding the soil on which played the King of Dwarika and the King of Ayodhya ... !
The All Merciful... The All Knowledgeable ....!
Oh , my Mother India, May we die on your soil ... Carrying all your glory all about !
Oh , My Mother, May we not indulge ourselves on such thoughts which lead us away from you ...!
Oh, Mother , may we soon open up this coccon of illusion with all our effort and your grace and be the free... The Most beautiful butterfly flying adorning the garden of roses on your Bossom !
Oh , Mother, provide us refuge in your Holy Feet !!

I refuse to believe.
I refuse to believe that nothing can be done, and that so much is already done that it cannot be reversed.
I refuse, to see that everything in this world is just blatent mischief,
It is all in the mind and I refuse to believe.
I refuse to believe that I can't render relief,
To the victims who cry and show us their grief,
To tell them to sort out their own mess without screaming profanities seems like a mass genocide, in which I don't believe.
And I see the problem lies deep
And all the leaders are sheep
Running from the truth,drunk in cat nip, of the social dogma.

But all I do now is prepare to reload my library of case files and policies, there is no short cut, no easy's
And we can do better than we chat like some angry bees
Thus I refuse to believe, as we step out to relieve
Thus I refuse to believe, as we still have a lot to give,
To do, work beyond make belief, and all I believe in you and in me and in us as we work without thinking what we recieve.

Till then the night may fall but I refuse to believe

- Amrit Bhattacharjee

MOIRANG DIVAS

DEBAYAN CHATTERJEE

1. INTRODUCTION ; - On 14th April, 1944, Azad Hind Fauj had captured Moirang from the British
Army.

2. Brief Introduction of Azad Hind Fauj : - Azad hind fauj was
formed by Captain Mohan Singh. Later the power of leadership
transferred to Rash Behari Bose. Thereafter Rash Behari Bose transferred the power of supreme leader of Azad Hind Fauj.

3. British VS Azad Hind Fauj : - Azad Hind Fauj made a big tension in the British Raj during the Second World War. For the first time in the British war history, British army faced a huge loss in the Battle of Kohima.

4. About Moirang : - Moirang is a small town in the Indian State of Manipur. It is situated approximately 45 KM south of the state capital Imphal. It has an area of 269 km2 with a population of 62,187 (BPL Survey) in 67 villages Loktak lake, the biggest fresh water lake in the North East – India region.

5. History of Real Independence : - Moirang Day was the first Independence of India. But many of Indians don't know this history of struggle. Now this is the time to know the real history about the struggle of Ajad Hind Fauj. On 14th of April, 1944, the tri – colour flag (INA Flag) was hosted by Azad Hind Fauj at 5 P.M. in Moirang. Azad Hind Fauj snatched the from British Army in Moirang and half of Nagaland. It was a perilous battle, one of the most difficult faced by the British forces in India, as admitted, by the British themselves. Colonel Shaukat Ali Malik of the Azad Hind Fauj marched into Moirang along with his soldiers and hosted the national flag (INA flag) on 14th April, 1944. This was the first victory of India against the British Impe-

rialist forces. After that Moirang became the headquarters of Azad Hind Govt.

6. INA Museum : - The INA Martyrs' Memorial complex is a war memorial at Moirang, India, dedicated to the soldiers of the Indian National Army. The main feature of the complex is a reconstruction of the INA's memorial to its fallen soldiers as it stood in Singapore, before its destruction at the hands of British-Indian Army sappers in 1945. The complex also contains a museum dedicated to the INA along with a library and an auditorium and a statue of Subhas Chandra Bose. Work on the cenotaph itself began in October 1968 and was completed in September 1969, when it was unveiled by Indira Gandhi. Work on expanding the monument complex to present-day size was completed in 2005, when it was unveiled. The total cost in building the memorial was Rs 6.23 crores. A stone monument has also been erected at the historic Moirang Kangla, where Colonel S. A. Malik leading an INA unit raised the flag of Azad Hind in April 1944. The Imphal state government has administered the site since 1985. Close to the complex is the peace memorial at Lotpaching, raised by the Japanese government.

7. Colonel Shaukat Ali Malik : - Colonel Shaukat Ali Malik was an officer of the Indian National Army notable for having led a unit of the Bahadur Group in the capture of Moirang during the initial phases of the INA's Imphal Campaign during World War II. Moirang was the first territory within India to be captured by the INA and also the first place within the mainland of India to be held by the Azad Hind Government. Col. Malik Commander of the Intelligence (Bahadur) Group of INA planted the Indian tricolor flag (with springing tiger) at the sacred place of Moirang Kangla on 14 April 1944 at about 5pm, where he would also narrate the history of the Azad Hind Fauj. Malik was awarded the Sardar-e-Jung for leading his troops into Moirang. Prior to joining the INA, Shaukat Malik fought in the Burma theatre as an officer in the Bahawalpur State Forces.
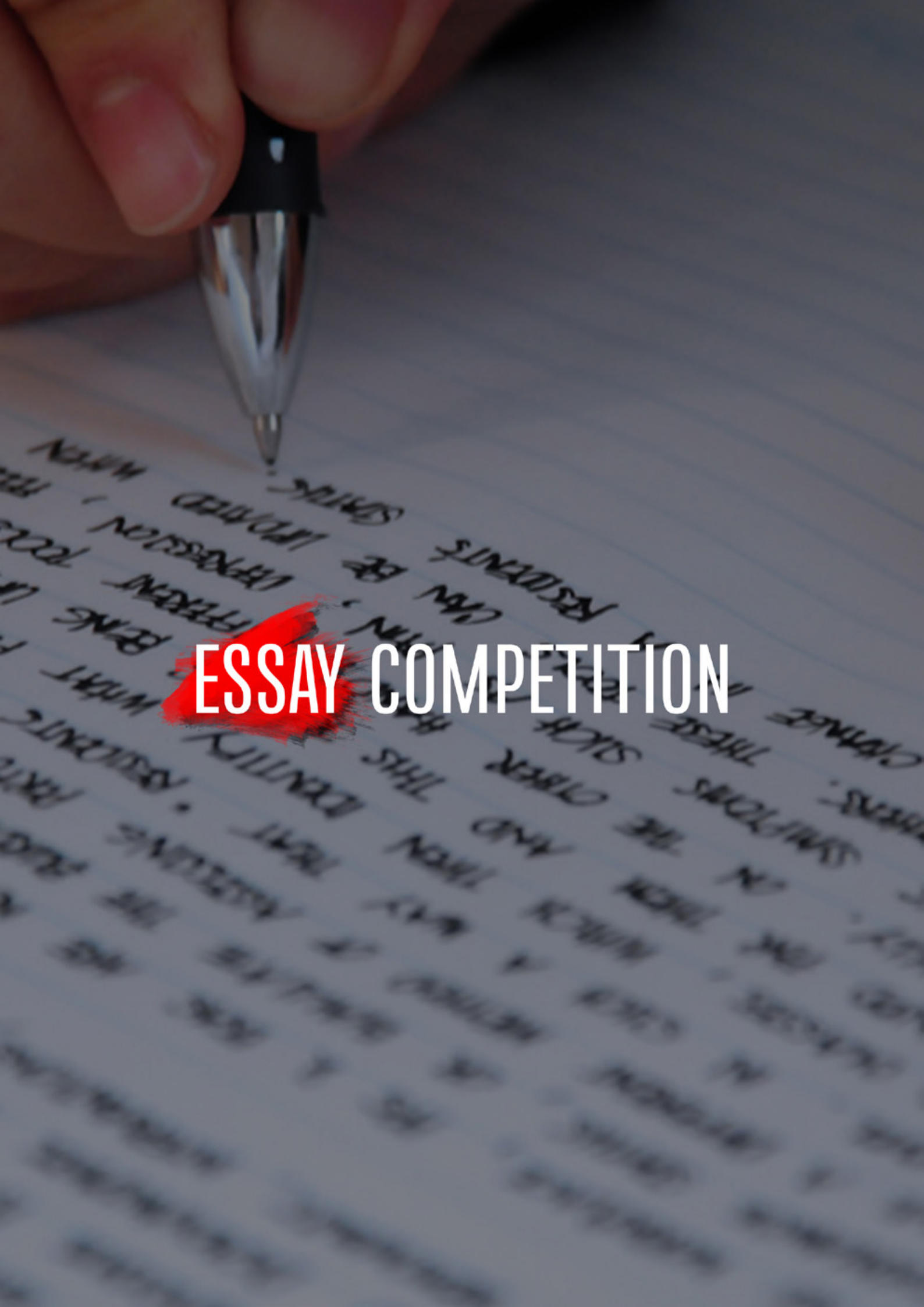
ESSAY COMPETITION

WHAT ARE YOUR NOTEWORTHY LESSONS FROM NETAJI'S IDEALS?

In the month of January 2022, Forward Webzine organised an essay writing competition on the topic "What are your noteworthy lessons from Netaji's Ideals ". We had received numerous submissions from our readers and Netaji admirers, but our judges could select only a few as winners in certain categories. The Compositions of our winners are published herewith.

Monami Banerjee (1st Position)

"Give me blood and I will give you freedom" - We all know who said this famous sentence - Netaji Subhas Chandra Bose. 'Netaji' - The term fills us with courage, patriotism, honesty, sacrifice, purity, strength to fight against wrong, against injustice. Netaji is the other name of Bravery. Netaji is the other name of Sacrifice. We all have heard about Netaji's contribution but some realize his contribution. I have grown up hearing Netaji's name. Netaji became my ideal since my childhood. Netaji Subhas Chandra Bose was a follower of truth, he fought against the British alone, he snatched our freedom from the clutches of the British. His life is an inspiration to fight against wrong, fight for truth, fight for justice and never to accept defeat. Netaji said, "If one is honest to oneself, then the person cannot be dishonest to the world". I have always followed this lesson in my life. It is necessary to become honest because the number of dishonest people are increasing day by day in this world. Netaji said, "One individual may die for one reason but his thought is spread among everyone." This is the reason why his thoughts have spread among us and we are his followers. I always try to walk on Netaji's path and work according to his ideals. My most favourite saying of Netaji is - "Life loses half of its worth if there is no struggle, no risk to be taken." This line gives me immense strength to fight and tells me to take all kinds of risk for the establishment of truth. Another famous saying of Netaji is - "The grossest crime is to compromise with injustice and wrong." Even when I have faced several hurdles, even when everybody turned against me, even when I have become alone among hundreds, I have never compromised with injustice and always raised my voice against it. Now, the time has come that I prove myself to be a true follower of Netaji due to which I have dedicated myself towards finding his death mystery. I just know finding Netaji's death mystery is not a harder work than Netaji's struggle to bring India freedom.

So, I can take this risk, even if at the cost of my life!

Sandeep Mondal (2nd Position)

জে. আর. লাভওয়েলের কথা অনুকরণ করে আমিও বলতে চাই 'আমি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক - এর চাইতে বড় গৌরব আর কিসে হতে পারে।' পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার এই দুর্গম পথের অন্যতম কান্ডারী হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা রূপে প্রতিষ্ঠা করেই আমি বড় হতে চাই। তাঁর আদর্শয় দিক্ষিত হয়ে আজ আমি ধন্য। তাঁর দেশের মাটিতেই জন্মলাভ করে আজ আমি গর্বিত।

দেশপ্রেম ও আত্মবলিদান: নেতাজীর সমগ্র জীবনকাহিনীই আমার কাছে আদর্শে পরিপূর্ণ। তবুও তাঁর দেশপ্রেম ও দেশের জন্য ত্যাগ সরবদাই আমাকে শিহরিত করে।

"আমি চির-বিদ্রোহী বীর -
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!"

- কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবির এই পঙ্কতিটিকে বাস্তবে রুপায়ন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কোনরকম স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া নেতাজী যেমন দেশমাতার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তেমনই দেশের ও দশের সেবায় আমি নিযুক্ত হতে চাই। প্রয়োজনে আত্মবলিদানেও পিছুপা হব না।

চরমপন্থা: নেতাজীর সবথেকে জনপ্রিয় এবং লোকপ্রিয় আদর্শটি হল চরমপন্থার আদর্শ। তৎকালীন ভারতের নরমপন্থা কোনদিনই স্বাধীনতা আনতে সক্ষম ছিল না। দলীয় দ্বন্দ্বের পর নেতাজীর চরমপন্থার আদর্শটি বিস্তারলাভ করতে থাকে। তার ফলস্বরূপ আমরা স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছিলাম। নেতাজীর মতো আমিও দু'গালে চড় খাওয়ায় বিশ্বাসী নয়, প্রয়োজনে চড় খাওতে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে আমার এখন নেতাজীর একটা কথা বলাই বাহুল্য - "স্বাধীনতা কেউ দেয় না, অর্জন করতে হয়।"

নেতৃত্ব ও সিংহসাহস: নেতাজীর প্রাণে যেন জন্ম থেকেই নেতৃত্ব ও সাহসের বীজ রোপণ করা ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুকে এমনি এমনিই নেতাজী বলা হয় না। তাঁর চরিত্রে ছিল এক অদ্ভুত নেতৃত্ব-প্রদানকারী ক্ষমতা। 'নেতাজী' কথার অর্থ হল 'নেতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ'। বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতাজীর নেতৃত্বের এই আদর্শ আমাদের সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। আমিও বিধাতার কাছে প্রার্থনা করব যাতে আমিও তাঁর এই বিশেষ গুণটির কিয়দাংশ লাভ করতে পারি।

অমরত্ব: কথায় আছে 'জন্মিলে মরিতে হবে / অমর কে কোথা কবে'। এই কথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেতাজী আজও আমাদের মধ্যে জীবিত। তাঁর কাহ, তাঁর আদর্শ, তাঁর দেশপ্রেম আজও তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শারীরিক ভাবে না হলেও, মানসিক ভাবে তিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর হৃদকমলে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর এই আদর্শে দীক্ষিত হয়ে আমিও দেশের জন্য এমন কিছু করে যেতে চাই, যাতে আমিও দেহত্যাগের পর সকলের হৃদয়ে বাস করতে পারি।

উপসংহার:

'শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহংকার তবে।
আরম্ভ কহিল ভাই, যেথা শেষ হয়,
সেখানে পুনরায় আরম্ভ-উদয়।'

আমরাই পারি কবিগুরুর এই কথাকে সত্যপ্রমান করতে। আমরাই পারি নেতাজীর আদর্শে দীক্ষিত হয়ে আমাদের সমাজকে সঠিক পথে চালিত করতে। তাঁর সমগ্র জীবনকাহিনী আদর্শময় হলেও, তাঁর কিয়দানশই আমার লেখনির অগ্রভাবে স্থান পেল। তবে তাঁর আদর্শের কথা লেখনির দ্বারা প্রকাশ সম্ভব নয়।

Baishali Nath (3rd Position)

Subhas Chandra Bose was a dynamic leader who gave all his sweat, time and blood for India's freedom. He is also known as Netaji. He was one of the greatest freedom fighters. His ideals inspire millions of minds even today. Everyone has his or her noteworthy lessons from Netaji. So same with me. I also have two noteworthy lessons from Netaji and today I am going to say about them.

"One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself into a thousand lives." This line means that Netaji faced legal action, numerous arrests, and even exile for protecting His nation. No matter how much ridicule and animosity He would face from the other members of the Congress. Netaji has an unwavering faith in His idea and willingness to sacrifice His life for National cause. A true leader will dedicate His last breadth to an idea in which he/she strongly believes in and will be willing to undergo any and every measure for the cause.

"Don't forget that the most hideous crime is that to compromise with Illegal, Injustice and wrong work. Remember the endless law: You must give, if you want to get." These lines mean Netaji had always been a good orator. When the time came to engage men to build His "INA" or "Indian National Army", he would please their nascent patriotism and tell them that the only way they could achieve freedom they so desire was if they give themselves to the cause of the nation. It is the responsibility of a leader to make sure that his team doesn't hold back during practicing or executing an idea, service or campaign. Maximum returns only arise with Maximum effort.

Netaji's legacy and His indefinable contributions to the greatest struggle for independence cannot be rightfully credited through one source. His dreams for an Independent India and His dedications to attain Independence for India will never be forgotten.

রেখাকাব্য

শিল্পী রাজদীপ সাহা

How To Reach Us?

Mail Us At:
contact@forwardwebzine.org

Mailing Address:
33A, Sodepur Brick Field Road, Kolkata -700082

Submit Articles At:
forward.editorial@gmail.com

General Enquiries:
abhinaba@forwardwebzine.org

Copyright Issues And Advertisement:
rounak@forwardwebzine.org

Contributors:

CONTRIBUTORS:

DR. MADHUSUDAN PAL // RAJDEEP SAHA // // AMRIT BHATTACHARJEE // PABRISHA DAS // KOYENA CHATTERJEE // SWAPROVA BASU // MONAMI BANERJEE // ARTRIGE BOSE // SNEHOJIT ROY MITRA // ANAL KUMAR MITRA // SUKANYA MAJHI // VIKRAM BANSAL // PATRALEKHA KARMAKAR // RATUL SENGUPTA // ANOUSHKA GHOSH // RICHIK BHATTACHARJEE // SUBHODEEP RAY // DEBAYAN CHATTERJEE// TITLEE SENGUPTA // SAYANI BANERJEE BHATTACHARJEE // JAYESH JANGID // DOYEL PRAMANICK // RASHMI PYNE // DEBJEET MUKHERJEE // ASIF RAHMAN // RAAHI // SOHAN HAZRA // RITIKA ROY CHOWDHURY

OUR TEAM:

ABHINABA BOSE // AMIT CHAKRABORTY // ANAL KUMAR MITTRA // AMRIT BHATTACHARJEE // RAJDEEP SAHA // PATRALEKHA KARMAKAR // KOYENA CHATTERJEE // SNEHOJIT ROY MITRA // ROUNAK CHAKRABORTY // PREETHA BOSE // SOMOSHREE PALIT // SAGNIK GHOSH // PABRISHA DAS // SAYANI BANERJEE BHATTACHARJEE

Who Are We?

Margaret Mead in all her wisdom said that a small number of thoughtful, committed people could change the world and it is the only thing that ever has. We are a group of like minded students, who want to change history with the power of our words and voices. And we are here to create one too. Committed to the ideals of Netaji, ours' is a small, earnest attempt to give back the Liberator the justice that has hitertho been denied, that he always deserved. We are nothing without you. And together, we can bring a revolution.

Special Thanks To :

Bijoy Kumar Nag // NG Bannerjee // Dr. Madhusudan Pal// Indrasish Bhattacharya // Kunal Bose // Kandari Youth Programme // Jayasree Patrika Trust // Dr. Saurabh Garai // Netaji Janmotsab Committee (2020-22) // A Kr Mitra // Kankana Ghosh.